Contents

নবম বর্ষ

একাদশ সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

সম্পাদক

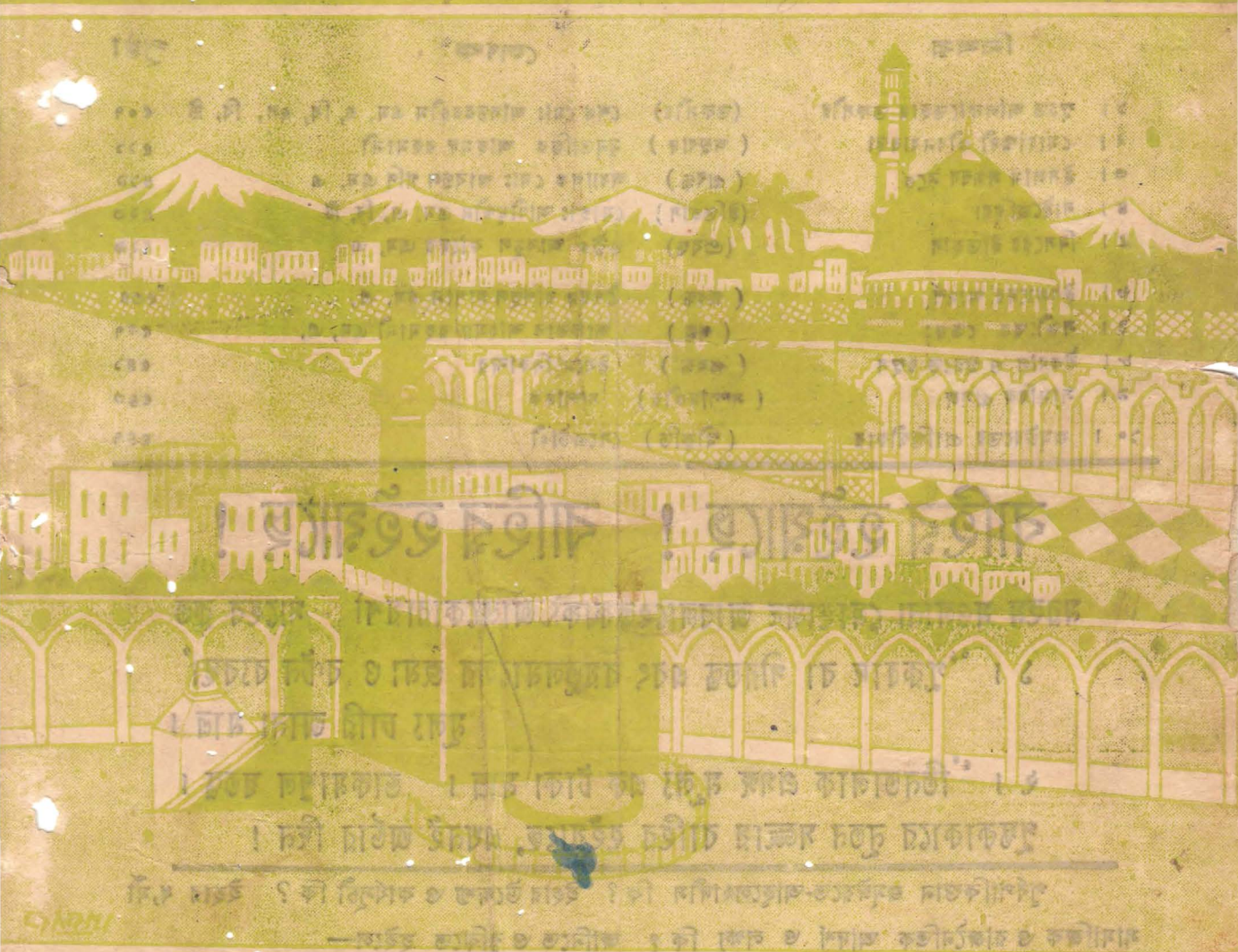

আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

নবম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৬৮ বাং এপ্রিল-মে ১৯৬১ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সূরত আলফাতেহার তফসীর	(তফসীর)	শেখ মোঃ আবদুররহীম এম, এ, বি, এল, বি, টি	৫০৭
২।	মোহাম্মদী জীবনব্যবস্থা	(অনুবাদ)	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৫১১
৩।	ইসলাম সমন্বয় নহে	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ	৪১৯
৪।	নাইজেরিয়া	(ইতিহাস)	মোহাঃ আমীমুদ্দীন এম, এ, বি, টি	৫২৩
৫।	মিসরের ইতিহাস	(প্রবন্ধ)	ডক্টর আবদুল কাদের এম, এ	৪২৬
৬।	ইসলামের আদর্শ	(প্রবন্ধ)	সৈয়দ রশিদুল হাসান এম, এ,	৫৩৪
৭।	সতীত্বের তেজঃ	(গল্প)	আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ,	৫৩৭
৮।	ইকবাল ও সুন্নতে রসূল	(প্রবন্ধ)	ইবনে সিকান্দর	৫৪১
৯।	সাময়িক প্রসঙ্গ	(সম্পাদকীয়)	সম্পাদক	৫৪৩
১০।	জমঈয়তের প্রাপ্তিস্বীকার	(স্বীকৃতি)	সেক্রেটারী	৫৪৭

বাহির হইয়াছে ! বাহির হইয়াছে !

মরহুম মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেলকাফী আলকোরায়শী সাহেব কৃত

১। "গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র এবং বয়তুলমালের জমা ও বণ্টন ব্যবস্থা"
মূল্য চারি আনা মাত্র।

২। "তিনতালাক প্রসঙ্গ মূল্য এক টাকা মাত্র। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

পুস্তকাকারে নূতন সজ্জায় বাহির হইয়াছে, এখনই অর্ডার দিন !

পূর্বপাকিস্তান জমঈয়তে-আহ্‌লেহাদীস কি ? ইহার উদ্দেশ্য ও কার্যসূচী কি ? ইহার ধর্মী সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ ও লক্ষ্য কি ? জানিতে ও বুঝিতে হইলে—

পূর্বপাক জমঈয়তে আহলেহাদীস, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্র

পাঠ করুন। নূতন সংস্করণ, মূল্য ।৴০ আনা মাত্র।

সদর দফতর : ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা—২।

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদীস

মাসিক

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহলেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

নবম বর্ষ	এপ্রিল-মে ১৯৬১ খৃস্টাব্দ, শওয়াল-জিলকদ ১৩৮০ হিঃ, চৈত্র বৈশাখ ১৩৬৮ বংগাব্দ	একাদশ সংখ্যা

প্রকাশ মহল, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরত-আল্-ফাতিহার তফসীর

فصل الخطاب فی تفسیر ام الکتاب

শেখ মোহাম্মদ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এস, বি, টি

(৬২)

নবী করীম সঃ বলেন যে, المغضوب عليهم (ক্রোধের পাত্র) বলিতে য়াহুদ জাতি বুঝায়। এসম্পর্কে আটটি প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন আর একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হইতেছে।

১। নবী করীম সঃ-র যামানার য়াহুদীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহতা'আলা বলেন,

(ক) শনিবার সম্পর্কে ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا সীমা লঙ্ঘন করায় لهم كونوا قردة خسئين' আমি যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলাম, 'তোমরা হতভাগা বাঁদরে পরিণত হও,' তাহাদের ব্যাপার তোমরা নিশ্চয় জানিয়া থাকিবে।—সূরা আল্-বাকারা : আয়াত ৬৫।

واسئلهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر اذ يعدون فى السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا, আর (হে নবী মুহাম্মদ,) আপনি তাহাদিগকে সমুদ্র-তীরবর্তী জনপদটি সম্বন্ধে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন ويوم لا يسبتون لا تاتيهم.... —শনিবার-পালন ব্যাপারে তাহাদের সীমালঙ্ঘন করিবার সময়ের কথা, তাহাদের শনিবার-পালন দিবসে তাহাদের নিকট মাছ দলে দলে ভাসিয়া আসিবার কথা এবং তাহাদের শনিবার-পালন না করিবার দিবসে তাহাদের নিকট মাছ না আসার কথা।—সূরা আল্-আ'রাফ, আয়াত ১৬৩।

অনন্তর তাহাদিগকে فلما عتوا عما نهوا عنه যাহা করিতে নিষেধ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে তাহারা যখন হঠকারিতা করিতে থাকিল তখন আমি বলিলাম, তোমরা হতভাগা বানরে পরিণত হও —সূরা আল্ আ'রাফ, আয়াত ১৬৬।

ঘটনাটি এই :—হযরত দাউদ আঃ-র যামানায় সিরিয়া দেশে সমুদ্র উপকূলে 'আইলা' নামে একটি জনপদ ছিল। উহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার ছিল এবং তাহারা সকলেই ইসরাঈলীয় ছিল। পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইসরাঈলীয়গণ শনিবার দিবসকে সাপ্তাহিক বিশেষ 'ইবাদতের জন্য নির্ধারিত করায় তাহাদের জন্য শনিবার দিবসে সাংসারিক কাজ-কর্ম সম্পাদন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তদনুসারে এই জনপদের অধিবাসিগণ শনিবার দিবসের মর্যাদা যথাবিধি পালন করিয়া আসিতেছিল। অনন্তর আল্লাহতা'আলা তাহাদিগকে এক কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। তাহাদের শনিবার-পালন দিবসে অসংখ্য মাছ দলে দলে সমুদ্রের কিনারায় আসিয়া ভাসিতে লাগিল; কিন্তু বাকী ছয়দিন মাছের কোন পাত্তাই থাকিতনা। বহুদিন ধরিয়া প্রত্যেক শনিবার-পালন দিবসে এই ভাবে মাছ আসিতে দেখিয়া উহা শিকার করিবার জন্য তাহাদের একদল লোকের লোভ হইতে লাগিল। অবশেষে ঐ দলটি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "শনিবার-পালন দিবসে সাংসারিক কাজকর্ম নিষিদ্ধ অর্থাৎ ঐ দিবসে মাছ শিকার করা নিষিদ্ধ। আচ্ছা, আমরা ঐ দিবসে মাছ ধরিব না। শনিবার-পালনের পূর্বদিবসে মাছ ধরিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখিব এবং শনিবার-পালনের পরের দিবসে ঐ মাছ ধরিব। তাহাতে শনিবার-পালনে কোনই বিঘ্ন ঘটিবেনা। কাজেই উহা শরী'আত বিরোধী কাজ বলিয়া গণ্য হইবেনা, হইতে পারেনা"।

তখন তাহাদের একদল সমুদ্র উপকূলে সমুদ্র হইতে কিছুদূরে বড়-বড় পুষ্করিণী খনন করিল এবং খাল কাটিয়া পুষ্করিণীগুলিকে সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়া দিল। শনিবার-পালন দিবসে সমুদ্রের জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি ঐ সকল খাল দিয়া ঐ পুষ্করিণীগুলিতে প্রবেশ করিত এবং সেই সঙ্গে বহু মাছ পুষ্করিণীগুলিতে আসিয়া হাযির হইত। তারপর ভাটার সময় মাছগুলি পুষ্করিণীতে আটক হইয়া পড়িত। ঐ সময় ঐ লোকগণ খাল বন্ধ করিয়া দিত এবং ছয়দিন ধরিয়া তাহারা ঐ মাছ শিকার করিয়া খাইতে থাকিত। মৎস্য-শিকারীদের আর একদল কাঁটা বড়শী, জাল ও মৎস্য শিকারের নানাবিধ সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি শুক্রবার দিবসে পাতিয়া রাখিত এবং রবিবার দিবসে তাহারা ঐ মাছ সংগ্রহ করিত।

ঐ জনপদের অধিবাসিগণ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। একদল ঐ ভাবে মৎস্য শিকারে লিপ্ত হইল এবং বাকী সকলে মৎস্য শিকারীদিগকে মৎস্য শিকার হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতে থাকিল। কিছুকাল এই ভাবে অতিবাহিত হইলে উপদেশদাতাগণ আবার দুই দলে পরিণত হইল। তাহাদের একদল উপদেশ দান বৃথা ও নিষ্ফল দেখিয়া উপদেশ দান হইতে ক্ষান্ত হইল, কিন্তু অপর দলটি পূর্বের মতই মৎস্য শিকারীদিগকে ঐ ভাবে মৎস শিকার ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকিল। অবশেষে, যাহারা ঐ ভাবে মৎস্য-শিকারের বিরোধী ছিল তাহারা ঐ মৎস্য-শিকারীদের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিল। শহরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ মৎস্য-শিকারীদের বাসের জন্য ও অপর ভাগ মৎস্য শিকার বিরোধী দলের বাসের জন্য নির্ধারিত হইল এবং মধ্যে উঁচু দেওয়াল নির্মিত হইল। ফলে একটি শহর দুইটি শহরে পরিণত হইল এবং প্রত্যেক অংশ হইতে বাহির হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ফটক তৈয়ার করা হইল। উভয় দল যখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কার্য উপলক্ষে শহরের বাহিরে আসিত কেবলমাত্র তখনই তাহাদের মধ্যে দেখা হইত[১]।

এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইবার পরে হযরত দাউদ আঃ পয়গম্বর হইয়া ঐ মৎস্য-শিকারী-দিগকে ঐ ভাবে মৎস্য-শিকার ত্যাগ করিতে বলিলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল। তখন হযরত দাউদ আঃ আল্লাহ তা'আলার দরবারে এই বলিয়া দু'আ করিলেন, "হে আল্লাহ, আপনি এই লোকদের আপনার রহমত হইতে বিদূরীত করুন এবং তাহাদের একটি নিদর্শনে পরিণত করুন। এই কথাই আল্লাহ তা'আলা সূরা আল্মাইদার ৭৮ আয়াতে এই ভাবে ব্যক্ত করেন, "ইসরাঈলীয়দের মধ্যে যাহারা কুফর করিয়াছিল তাহাদিগকে দাউদের যবানে লা'নাত করা হইয়াছিল"।

ইহার কিছু কাল পরে এক দিন সকাল বেলায় মৎস্য শিকার বিরোধী দল শহর হইতে বাহির হইয়া কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মৎস্য শিকারীদের কেহই অনেক বেলা পর্যন্ত শহর হইতে বাহির হইল না। তখন মৎস্য-শিকার বিরোধী দল মৎস্য-শিকারী-দের সন্ধান লইতে আসিলেন, কিন্তু ফটক বন্ধ দেখিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ দেওয়ালে চড়িলেন। তাঁহারা ঐ অংশে কোন মানুষ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, সেখানে বহু বানর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, তখন মৎস্য শিকার বিরোধীদের এক দল লোক ঐ অংশের ফটক ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, মৎস্য শিকারীগণ সকলেই বানরের আকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বাকশক্তি ও মনুষ্যোচিত কর্মক্ষমতা লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাহাদের বোধশক্তি অব্যাহত রহিয়াছে। মৎস্য-শিকা-রীগণ বানর অবস্থায় তিন দিন জীবিত ছিল। তারপর তাহারা সকলেই মরিয়া যায়[৩]।

যে জাতির এক বৃহৎ দল তাহাদের নবীর নির্দেশ অমান্য করার ফলে বানরাকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং ঐ হতভাগা অবস্থায় তিন দিন জীবিত থাকিয়া মারা যায় তাহাদিগকে ক্রোধের পাত্র বলা যথার্থই হইয়াছে।

১০। য়াহুদ জাতির 'মাগযুব 'আলাইহিম' হইবার আর একটি কারণ এই যে, তাহারা তাহাদের কোন কোন নবীকে অন্যায় ও নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়াছে। য়াহুদ জাতির নিজেদের নবীকে হত্যা করিবার কথা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আল্লাহ তা'আলা য়াহুদদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন।

যখনই কোন পয়গম্বর তোমাদের অনভিপ্রেত কোন হুকুম আনয়ন করিয়াছেন

كلما جاء كم رسول بما لاتهوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون -

তখনই তোমরা তাহা অমান্য করিয়াছ। ফলে, তোমরা তাঁহাদের এক দলকে অবিশ্বাস করিয়াছ এবং অপর এক দলকে হত্যা করিয়া চলিয়াছ।—সূরা আল্-বাকারা: আয়াত ৮৭।

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ইসরাঈলীয়দের মধ্যে বাদশা ও নবী ভিন্ন ভিন্ন লোক হইতেন এবং জটিল বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে বাদশা-গণ নবীর নির্দেশ ও পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতেন। হযরত মূসা আঃ এর পরে হযরত আল্য়াসা' আঃ—র যামানা পর্যন্ত ইসরাঈলীয় বাদশাগণ নিজ নিজ যুগের পয়গম্বরদের নির্দেশ মত চলিতে থাকেন। হযরত আল্য়াসা' আঃ র পরে ইসরাঈলীয় বাদশাগণ তাঁহাদের নবীর নির্দেশ অমান্য করিতে আরম্ভ করে এবং বহু পাপিষ্ঠ ইসরাঈলীয় বাদশা বহু নবীকে হত্যা করে[৪]।

ফলে, আল্লাহ তা'আলা ইসরাঈলীয় জাতিকে পয়গম্বরী ও রাজত্ব উভয় দান হইতেই বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে অপর শক্তিশালী জাতির পদানত করিতে থাকেন। অ-ইসরাঈলীয় জাতি ইসরাঈলীয়দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাদের ধনদৌলৎ কাড়িয়া লইতে

১) তফসীর কবীর প্রথম খণ্ড ৫৫৩-৫৫৪ পৃঃ। ২) তঃ কবীর তৃতীয় খণ্ড ৬৪৫ পৃঃ। ৩) তঃ কবীর প্রথম খণ্ড ৫৫৫ পৃঃ; তঃ খাযিন প্রথম খণ্ড ৫৮ পৃঃ ও দ্বিতীয় খণ্ড ২৪৮ পৃঃ।

৪) তারীখ অবুলফিদা ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পৃষ্ঠা।

৫) তঃ কবীর, ২য় খণ্ড ৪৩৬ পৃঃ; তঃ খাযিন ১ম খণ্ড ২১৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

থাকে এবং তাহাদের লোকদের বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া দাসদাসীতে পরিণত করিতে থাকে। শত্রুগণ একবার যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর সহিত ইসরাঈলীয়দের শান্তি ও জয়ের প্রতীক সিন্দুকটিও লইয়া চলিয়া যায়[৫]।

তারপর, হজরত আশ্‌মুঈল নবী হইয়া তালূতকে বাদশাহ মনোনীত করেন। তখন বাদশা তালূত ইসরাঈলীয়-শত্রু দুর্দ্ধর্ষ কাফির রাজা জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে হযরত দাউদ আঃ রাজা জালূতকে হত্যা করিবার সম্মান লাভ করেন[৬]।

নবী আশ্‌মুঈলের ইন্‌তিকালের পরে হযরত দাউদ আঃ পয়গম্বর হন এবং বাদশা তালূতের ইন্‌তিকালের পরে হযরত দাউদ আঃ বাদশাও হন। এই ভাবে হযরত দাউদ আঃ, হযরত সুলাইমান আঃ প্রমুখ বহু পয়গম্বর বাদশা হইতে থাকেন[৭]।

আবার ইসরাঈলীয়দের মধ্যে পয়গম্বরী ও বাদশাহী ভিন্ন ভিন্ন লোকে পাইতে থাকেন। হযরত শা'য়া আঃ-র জমানায় গিয়া বাদশা হযরত শা'য়া আঃ-র নির্দেশ মত রাজ্য-শাসন করিয়া ইন্‌তিকাল করেন। তারপর দুর্বল বাদশার অধীনে ইস্‌রাঈলীয়গণ নানা-প্রকার অনাচারে মত্ত হইয়া উঠে। হযরত শা'য়া আঃ তাহাদিগকে অনবরত নসীহত করিতে থাকেন। হযরত শা'য়া আঃ-র নসীহতে উত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া **দুরাচার পাপিষ্ঠ ইসরাঈলীয়গণ হযরত শা'য়া আঃ-কে হত্যা করিয়া বসে**[৮]।

ইসরাঈলীয়গণ একমাত্র বাইতুল-মুকাদ্দিসেই হযরত য়াহ্‌য়া আঃ সহ সত্তর জন নবীকে হত্যা করে[৯]। তাহা ছাড়া তাহারা হযরত যাকারিয়া আঃ এবং আরও বহু নবীকে হত্যা করে।

কুরআন মজীদে যে পঁচিশ জন পয়গম্বরের নামের উল্লেখ রহিয়াছে তন্মধ্যে হযরত মূসা আঃ ও হযরত হারূণ আঃ ছাড়া ৯।১০ জন পয়গম্বর ইসরাঈলীয় ছিলেন[১০]। তাহা ছাড়া আর একজন ইসরাঈলীয় পয়গম্বরের দিকে কুরআন মজীদে ইঙ্গিত করা হইয়াছে[১১]। এই ১০।১১ জন পয়গম্বরের মধ্যেই য়াহুদীগণ দুইজনকে হত্যা করে এবং আর একজনকে হত্যা করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে[১২]।

যে য়াহুদ জাতি তাহাদের পয়গম্বরকে অম্লান বদনে হত্যা করিয়াছে তাহারা যথার্থই মাগ্‌যূব আলাইহিম, তাহারা বাস্তবিকই আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র।

৫)। তঃ কবীর ২য় খণ্ড ৪৩৬ পৃঃ; তঃ খাযিন ১ম খণ্ড ২১৬ পৃঃ

৬)। ঐ ৭)। ঐ

৮) তারীখ আবুল ফিদা, ৩৩ পৃঃ

৯)। ঐ পৃঃ ৫৫

১০) তাঁহাদের নাম—হযরত ইল্‌য়াস, আল্‌-য়াসা, যুল-কিফ্‌ল, দাউদ, সুলাইমান, 'উযাইর, যাকারিয়া, য়াহ্‌য়া, ও 'ঈসা আলাইহিমুস্‌সালাতু আস্‌সালাম। হযরত যুনুস আঃ-র ইসরাঈলীয় হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে।

১১)। সূরা আল্‌-বাকারায় ২৪৬ আয়াতে যে নবীর উল্লেখ রহিয়াছে সেই নবীর নাম আশ্‌মুঈল বলা হয়।

১২) য়াহুদীগণ হযরত যাকারিয়া আঃ ও হযরত য়াহ্‌য়া আঃকে হত্যা করে এবং হযরত ঈসা আঃ-কে হত্যা করিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

বুলুগুল মরামের বঙ্গানুবাদ

—মুস্‌তাফেজুর আহমদ রহমানী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৩৮৪) হযরত আনসের (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফিতর দিবসে কিছু আহার না করিয়া (নমাযের জন্য) বহির্গত হইতেন না। তিনি সেই প্রাতে বেজোড় খেজুর ভক্ষণ করিতেন।—বুখারী। বুখারীর অপর মোআল্লক (সনদ বিহীন) বর্ণনাতে উহা বেজোড় আহার করিতেন, উল্লিখিত হইয়াছে। ইমাম আহমদ এই রেওয়ায়তটি সনদসহ বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে "বেজোড় খেজুর ভক্ষণ করিতেন" উল্লিখিত হইয়াছে।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا

৩৮৫) বুরায়দার পুত্র তাঁহার (স্বীয় পিতার) নিকট হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন রসূলুল্লাহ ঈদুল ফিতর দিবসে কিছু আহার না করিয়া নমাযের জন্য) বহির্গত হইতেন না। পক্ষান্তরে ঈদুল-আযহা (কুরবানীর ঈদে) তিনি নমাযের পূর্বে কিছুই আহার করিতেন না।—আহমদ ও তিরমিযী। ইবনে-হিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلى

৩৮৬) হযরত উম্মে আতিয়া (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, উভয় ঈদ-দিবসে যুবতী ও ঋতুবতী মহিলাদিগকে ঈদের মাঠে লইয়া যাওয়ার জন্য আমরা নির্দেশিত হইয়াছি; যাহাতে তাহারা পুণ্যকার্যে এবং মুসলমানদের সহিত দোআয় শরীক হইতে পারে কিন্তু ঋতুবতী মহিলাগণ মুছল্লা হইতে দূরে উপবেশন করিবে[১] (এবং শুধু দোআয় শরীক হইবে)।—বুখারী ও মুসলিম।

امرنا ان نخرج العواتق والحيض فى العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى

৩৮৭) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ), আবু-বকর এবং উমর (রাযিঃ) খুৎবা পাঠ করার পূর্বেই ঈদের নমায পড়িতেন[২]।—বুখারী ও মুসলিম।

كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وابوبكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة

৩৮৮) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) ঈদের

ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى يوم

১) এই হাদীস বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে...বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষভাগে নিম্নলিখিত শব্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে

قلت يارسول الله احدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها اختها من جلبابها

উম্মে আতীয়া বলেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে এমনও নারী রহিয়াছে যাহার উড়নী (চাদর) নাই সে কিরূপে ময়দানে গমন করিবে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহার অপর ভগ্নির চাদরে আবৃত হইয়াও তাহার ময়দানে যাওয়া উচিত।

২) বণি উমাইয়ার শাসন কালে হযরত মওয়াবিয়ার সময় মারওয়ান কর্তৃক মদীনায় নমাযের পূর্বেই খুৎবা প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। কেহ কেহ হযরত উছমানগণি কর্তৃক ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার প্রতিবাদ করাই আলোচ্য হাদীসের উদ্দেশ্য।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

দিবসে দুই রাকাআত নমায সমাধা করিতেন। العيد ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما

ইহার পূর্বে ও পরে অন্য কোন নমায সমাধা করিতেন না।—তিরমিযী ও আহমদ।

৩৮৯) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (দঃ) আযান এবং ইকামত ব্যতীতই ঈদের নমায সমাধা করিয়াছেন।—আবুদাউদ। মূল হাদীসটি বুখারীতেও বর্ণিত হইয়াছে। ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلى العيد بلا اذان ولا اقامة

৩৯০) হযরত আবুসাঈদ খুদরীর (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদের নমাযের পূর্বে (আর) কোন নমায পড়িতেন না। অতঃপর (ঈদের নমায সমাপনান্তে) গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর দুই রাকআত নমায পড়িতেন।—ইবনে মাজাহ উত্তম সনদে। كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لايصلى قبل العيد شيا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين

৩৯১) তিনি আরও রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহাতে ঈদগাহে (মুছল্লায়) গমন করিতেন এবং সর্বপ্রথম তিনি নমায আরম্ভ করিতেন। অতঃপর নমায সমাপনান্তে লোকের সম্মুখে দাড়াইতেন এবং লোকজন আপন আপন কাতারেই বসিয়া থাকিতেন এবং রসূলুল্লাহ (দঃ) তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন এবং (বিভিন্ন) নির্দেশাদি প্রদান করিতেন।—বুখারী ও মুসলিম। كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى واول شىء يبدأ به الصلوة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم

৩৯২) হযরত আম্‌র বিন শুআইব [রাযিঃ] তাঁহার পিতার নিকট হইতে এবং তিনি স্বীয় দাদার (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহর নবী (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন ঈদের নমাযে (ফিতর ও কুরবানীতে) প্রথম রাকআতে সাত তকবীর (তকবীরে তাহরিমা ব্যতীত), এবং দ্বিতীয় রাকআতে পাঁচ তকবীর (তকবীরে রুকূ' ব্যতীত)। এবং উভয় রাকআতে কিরআত তকবীরের পরেই [পাঠ করিতে হইবে]।—আবুদাউদ। ইমাম বুখারী এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন বলিয়া ইমাম তিরমিযী উল্লেখ করিয়াছেন। قال قال نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم التكبير فى الفطر سبع فى الاولى وخمس فى الاخرة والقرأة بعدهما كلتيهما

৩৯৩) হযরত আবু ওয়াকিদ লয়সী (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকআতে যথাক্রমে সূরা কাফ এবং সূরা ইক্‌তারাবাত পাঠ করিতেন (কোন সময় সূরা আ'লা এবং সূরা গাশীয়াহ্ পাঠ করিতেন—হাদীস)।—মুসলিম। كان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ فى الاضحى والفطر بقاف واقتربت

৩৯৪) হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, ঈদ দিবসে ঈদ্‌গাহে যাতায়াতকালে রসূলুল্লাহ (দঃ) রাস্তা পরিবর্তন করিতেন। বুখারী। আবদাউদ আবদুল্লাহ বিন উমরের সূত্রে এইরূপ হাদীস রেওয়ায়ত করিয়াছেন। كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق

৩৯৫) হযরত আনস বিন মালেক (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) যখন মদীনায় আগমন করিলেন, তখন মদীনাবাসীরা দুইটি নির্দিষ্ট দিবসে আমোদ উৎসব পালন করিত। (ইহা দেখিয়া) হযরত (দঃ) বলিলেন, ইহার পরিবর্তে আল্লাহ তোমাদিগকে অপর দুইটি দিবস ঈদুল ফেতর ও ঈদুল আযহা প্রদান করিয়াছেন।—আবুদাউদ ও নাসায়ী বিশুদ্ধ সনদে। قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر

৩৯৬) হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, ঈদ من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিবসে—ঈদের মাঠে—পদব্রজে গমন করাই সুন্নত।—তিরমিযী, তিনি এই হাদীসকে হাসন বলিয়াছেন।

৩৯৭) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, এক বৎসর ঈদ দিবসে (মুশলধার) বৃষ্টি পতিত হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) মুসলমানদিগকে মসজিদেই ঈদের নমায পড়াইলেন।—আবুদাউদ দুর্বল সনদে।

انهم اصابهم مطر فى يوم عيد فصلى بهم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم صلوة العيد فى المسجد

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

কসুফের নমায (সূর্যগ্রহণ কালে যে নমায পড়া হয়)

৩৯৮) হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন রসূলুল্লাহর যুগে তাঁহার পুত্র ইব্রাহীমের ইন্তেকাল-দিবসে সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হয় এবং ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে উহা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া লোকে রটাইতে লাগিল তখন রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, দেখ, বস্তুতঃ সূর্য এবং চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শন সমূহের দুইটি নিদর্শন কাহারও জন্ম মৃত্যুতে উহাতে গ্রহণ হয়না (বরং উহা দ্বারা আল্লাহ মানবসন্তানকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন) অতএব যখন উহা সংঘটিত হয় তখন যতক্ষণ না উহা বিদূরিত হয় ততক্ষণ তোমরা আল্লাহর হুযুরে দোয়া যাচ্ঞা করিতে এবং নমায পড়িতে থাকিবে।—বুখারী ও মুসলিম। বুখারীর অপর বর্ণনাতে حتى تنجلى প্রস্ফুটিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আবুবকরার সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে অতঃপর নমায পড় এবং আসন্ন বিপদ দূরিভূত না হওয়া পর্যন্ত দোয়া করিতে থাক।

قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لاينكسفان لموت احد ولا لحيوته فاذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف

فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم

৩৯৯) জননী আয়েশা ছিদ্দিকার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে রসূলুল্লাহ (দঃ) কসুফের (সূর্যগ্রহণ কালের) নমাযে উচ্চঃস্বরে কিরআত পাঠ করিয়াছেন এবং দুই রাকআত নমাযে চার রুকূ' ও চারটি সিজদা করিয়াছেন। বুখারী ও মুসলিম। শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত। মুসলিমের অপর রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, সেই সময় হযরত (দঃ) জনৈক ব্যক্তিকে (আস্সালাতু জামেআতুন) জমাআতে সমবেত হও বলিয়া লোকদের ডাকিতে প্রেরণ করিলেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم جهر فى صلوة الكسوف بقرأته فصلى اربع ركعات فى ركعتين واربع سجدات

৪০০) হযরত ইবনে আব্বাস [রাযিঃ] রেওয়ায়ত করিয়াছেন, রসূলুল্লাহর [দঃ] যুগে একদা সূর্য গ্রহণ হইলে তিনি নমাযে দাঁড়াইলেন, এবং সূরা বাকারাহ পাঠ তুল্য সুদীর্ঘ সময় কিয়াম করিলেন, অতঃপর সুদীর্ঘ সময় 'রুকূ' করিলেন পুনশ্চ মস্তক উত্তোলন পূর্বক সুদীর্ঘ কিয়াম করিলেন কিন্তু ইহা পূর্ব কিয়াম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প সময়। আবার তিনি দীর্ঘ 'রুকূ' করিলেন কিন্তু পূর্বাপেক্ষা স্বল্প পুনরায় তিনি মস্তক উত্তোলন করতঃ পূর্বাপেক্ষা অল্প সময় কিয়াম করিয়া দীর্ঘ 'রুকূ' করিলেন এবং মস্তক উত্তোলন করিয়া সিজ্‌দা করিলেন এবং নমায সমাপ্ত করিয়া যখন হযরত [দঃ] প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন সূর্য গ্রহণ-মুক্ত হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) খুৎবা প্রদান করিলেন।—বুখারী মুসলিম, শব্দগুলি বুখারী হইতে গৃহীত। মুসলিমের বর্ণনাতে রহিয়াছে যে, সূর্যগ্রহণকালে হযরত চার সিজ্‌দা (অর্থাৎ দুই রাকআতে) আটবার 'রুকূ' করিয়াছেন। হযরত আলী

قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قرأة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(রাযিঃ) কর্তৃক এইরূপই বর্ণনা করা হইয়াছে। মুসলিমের অপর বর্ণনাতে হযরত জাবেরের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে দুই রাকআতে ছয় বার রুকূ' করিয়াছেন। আবুদাউদ কর্তৃক হযরত উবাই বিন কাআবের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক রাকআতে পাঁচবার রুকূ' করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় রাকআতেও তদ্রূপ করিয়াছেন[১]।

৪০১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, কোন সময় ঝড়-তুফান আরম্ভ হইলে রসূলুল্লাহ (দঃ) হাটু পাতিয়া উপবেশন করিতেন এবং দোয়া করিয়া বলিতেন, হে আল্লাহ এই ঝড়কে রহমত স্বরূপ করিও এবং আযাবরূপী করিও না।—শাফেয়ী ও তব্‌রাণী।

قال ماهبت الريح قط الا جثى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا

৪০২) তিনি আরও বর্ণনা করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ভূমিকম্পের সময় দুই রাকআত নমায পড়িয়াছেন, প্রত্যেক রাকআতে তিনবার রুকূ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, এইরূপেই নিদর্শনের নমায (অর্থাৎ কোন দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে এইরূপই নমায সমাধা করিতে হইবে)।—বয়হকী। ইমাম শাফেয়ী ও আলী বিন আবিতালেবের সূত্রে এই রূপ হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى فى زلزلة ست ركعات واربع سجدات

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ :

ইস্তিস্‌কার নমায

৪০৩) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, নবী করীম (দঃ) অতি বিনয়ীভাবে সাধারণ বেশে অতি-নম্র ভাবে, ধীরস্থির ভাব প্রকাশ করিয়া (মাঠের দিকে) বহির্গত হইলেন এবং ঈদের নমাযের ন্যায় দুই রাকআত নমায পড়িলেন কিন্তু তোমাদের ন্যায় এরূপ খুৎবা প্রদান করিলেননা।—সুনন ও আহমদ। ইমাম তিরমিযী, আবু আওয়ানা এবং ইবনে হিব্বান এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

قال خرج النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلى فى العيد ولم يخطب خطبتكم هذه

৪০৪) জননী আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা লোকেরা রসূলুল্লাহর (দঃ) খিদমতে অনাবৃষ্টির শেকায়ত করিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (দঃ) মুছাল্লায় মিম্বর রাখিয়া লোকজনকে একদিন তথায় সমবেত হওয়ার জন্য নির্দেশ দান করিলেন এবং তিনিও সূর্য উদয়কালে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। মুছল্লায় পৌঁছিয়া হযরত (দঃ) মিম্বরে উপবেশন করতঃ আল্লাহর স্তুতিবাদ ও প্রশংসার পর ইর্শাদ করিলেন, জনগণ! তোমরা দেশে অনাবৃষ্টির শেকায়ত করিয়াছ। দেখ, আল্লাহ তোমাদিগকে দোআ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন এবং উহা কবুল করার প্রতিশ্রুতিও দিয়াছেন অতঃপর হযরত (দঃ) দোআ করিতে লাগিলেন, বিশ্ব প্রভু আল্লাহর জন্যই উত্তম প্রশস্তি; তিনি দয়ালু কৃপানিধান;

فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال انكم شكوتم جدب ديارکم وقد امركم الله ان تدعوه ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العلمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لااله الا الله يفعل مايريد اللهم انت الله لااله الا انت انت الغنى ونحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ماانزلت علينا قوة وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رأوا بياض ابطيه ثم حول الى الناس ظهره فقلب رداءه وهو رافع يديه ثم اقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فانشاء الله

১) গ্রহণের সময় হযরতের নমায সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা গ্রন্থকারও উদ্ধৃত করিয়াছেন তৎসমুদয়ের সাহায্যে নমাযের চার প্রকার রূপ সাব্যস্ত হয় (ক) দুই রাকআত নমায; প্রত্যেক রাকআতে দুই দুইটি রুকূ' (খ)—প্রতি রাকআতে চার চার রুকূ' (গ)—প্রতি রাকআতে তিন তিনবার রুকূ' (ঘ) নমায দুই রাকআত, প্রত্যেক রাকআতে পাঁচ রুকূ'। কিন্তু যেহেতু উহা একই ঘটনা অর্থাৎ ইব্রাহীমের মৃত্যু দিবসে গ্রহণ কালের নমাযের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে সেইহেতু এই বিভিন্নতার দূরীকরণার্থে অধিকাংশ বিদ্বানগণ শেষোক্ত তিনটি রূপকে নাকচ করিয়া দিয়াছেন এবং শুধু প্রথম রূপকেই বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন করিয়াছেন।—সুবুলুস্‌সালাম

www.ahlehadeethbd.org

تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت

পরকালের একচ্ছত্র অধিপতি; আল্লাহ ব্যতীত অন্যকোন ইলাহ নাই তিনি ইচ্ছাময়; যাহাইচ্ছা তাহাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আমাদের আল্লাহ তোমি ব্যতীত অপর কোন ইলাহ নাই, তুমি ধনাঢ্য আর আমরা সকলেই নিঃসহায়; তুমি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর এবং যাহা অবতীর্ণ কর তাহা আমাদের শক্তিতে এবং এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌছার সামগ্রীতে পরিণত কর। অতঃপত তিনি হস্ত উত্তোলন করিলেন যাহাতে তাঁহার বাহুমূলের নিম্ন দেশের শ্বেতাংশ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি লোকদের প্রতি পৃষ্ঠদেশ ফিরাইয়া দিলেন এবং হস্তউত্তোলন অবস্থায় চাদর উল্টাইয়া লইলেন। অতঃপর লোকদের দিকে প্রত্যাবর্তন করতঃ মিম্বর হইতে অবতরণ করিয়া দুই রাকআত নমায সমাধা করিলেন। ইহাতে আল্লাহর ইচ্ছায় একখণ্ড বাদল প্রকাশিত হইল, উহাতে বিদ্যুৎ চমকিতে ও তর্জনগর্জন হইতে এবং অবশেষে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল।—আবুদাউদ তিনি ইহাকে গরীব বলিয়াছেন, কিন্তু ইহার সনদ উত্তম। ছহীহ গ্রন্থে আবদুল্লাহ বিন যয়দ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসেও চাদর উল্টানোর ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, অতঃপর তিনি কিবলার দিকে ফিরিয়া দোয়া করিলেন- এবং পরে জেহরী কিরআতসহ দুই রাকআত নমায পড়িলেন। দারকুতনীতে আবু জা'ফর আল বাকীর মুরসল রেওয়ায়তে বলা হইয়াছে; যাহাতে দুর্ভিক্ষাবস্থা পরিবর্তিত হইয়া যায় সেইজন্য চাদর পাল্টান হইয়াছে।

৪০৮। হযরত আনস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন একদা জুমআ দিবসে রসূলুল্লাহর (দঃ) খুৎবা প্রদানকালে জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করিল

فقال يارسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعو الله عزوجل يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم اغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بامسا كها

আর বলিল, হে আল্লাহর রসূল (দঃ) (অনাবৃষ্টির কারণে) ধনসম্পদ বিনষ্ট এবং রাস্তায় চলাচল একেবারে বন্ধ হইয়া গেল সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকট বৃষ্টির জন্য দোআ করুন) এতদশ্রবণে হযরত স্বীয় পবিত্র হস্তদ্বয় উত্তোলন করতঃ বলিতে লাগিলেন, হে আল্লাহ বৃষ্টি বর্ষণ করুন—রাবী পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করিয়াছেন। উহাতে (পরবর্তী সপ্তাহে)বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোআ করারও উল্লেখ রহিয়াছে [১]।—বুখারী ও মুসলিম।

৪০৯। হযরত আনস (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত

ان عمر رضى الله تعالى عنه كان اذا قحطوا يستسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم انا كنا نستسقى اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون

হইয়াছে যে, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাযিঃ) দুর্ভিক্ষের সময় আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করতঃ বলিতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমার নবীর (দঃ) মাধ্যমে বৃষ্টি যাচ্ঞা করিতাম এবং তুমি আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করিতে। এখন (নবীর অবিদ্যমানতায়) আমরা নবীর পিতৃব্যের (আব্বাসের) মাধ্যমে বৃষ্টি কামনা করিতেছি (অতএব প্রভু হে! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর) ইহাতে তাহারা বৃষ্টি লাভ করিত [২]।—বুখারী।

---

১) কা'আব বিন মুররা নামক জনৈক পল্লীবাসী মুসলমান হযরতের খুৎবা দান কালে মসজিদে প্রবেশ করতঃ অনাবৃষ্টির শেকায়ত করিলে হযরত বৃষ্টির জন্য খুৎবাতেই দোয়া করিলেন এবং বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল পরবর্তী জুম্আ পর্যন্ত অনবরত বৃষ্টি হইতে থাকিল। পরবর্তী জুম্আয় সেই কা'ব বিন মুররা দাঁড়াইয়া বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার দোয়া করিতে অনুরোধ জানাইলে পানি বর্ষণ বন্ধ হওয়ার জন্য হযরত দোয়া করিলেন। হযরত আনস বলেন, অতঃপর বাদ জুম্আ আমরা রোদ্রে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলাম।

উল্লিখিত হাদীসের সাহায্যে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, (ক) আবশ্যক বশতঃ খতিবের সহিত বাক্যালাপ করা যাইবে। (খ) জুমআর খুৎবায় ইস্তিস্কার (বৃষ্টির) দোয়া করা জায়েয হইবে। (গ) এই অবস্থায় চাদর পাল্টানের আবশ্যক হইবে না। (ঘ) ইস্তিস্কার নমাযের পরিবর্তে জুমআর নমায যথেষ্ট হইতে পারে। (ঙ) অতিরিক্ত বৃষ্টি বন্ধের জন্য দোয়া করা চলিবে —অনুবাদক

২) এই হাদীস দ্বারা সৎ ব্যক্তির মাধ্যমে দোয়া প্রার্থনার বৈধ্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির মধ্যস্ততা গ্রহণ করার অবৈধ্যতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আল্লাহর রসূলের (দঃ) ইহধাম পরিত্যাগের পর হযরত উমর তাঁহার মাধ্যমে প্রার্থনা করেন নাই বরং তাঁহার পিতৃব্য আব্বাসের অছীলায় পানির প্রার্থনা জানাইয়াছেন। অতএব মৃত পীর, ফকীর, আলী ও দরবেশ প্রভৃতির অছীলা মধ্যস্থতা গ্রহণ কর আদৌ জায়েয নহে। মুসলমানগণের পক্ষে ইহার কুফল অনুভব করা একান্ত আবশ্যক।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪০৭) হযরত আনস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, একদা আমরা রস্থলুল্লাহর (দঃ) সহিত ছিলাম তখন বৃষ্টি আসিলে হযরত গায়ের কাপড় সরাইয়া দিলেন এবং উহা পানিতে সিক্ত হইল। রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, এই বৃষ্টি এখনই তাহার প্রভুর নিকট হইতে পতিত হইতেছে।—মুস্লিম।

قال اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر وقال انه حديث عهد بربه

৪০৮) জননী আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) বৃষ্টি দর্শন করতঃ নিম্নলিখিত দোয়া পাঠ করিতেন; হে আল্লাহ! এই বৃষ্টিকে আমাদের জন্ম উপকারী রূপে বর্ষণ কর।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان اذا راى المطر قال اللهم صيبا نافعا

৪০৯) হযরত সা'দ (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী করীম (দঃ) ইস্তিস্কার মধ্যে নিম্নবর্ণিত দোয়া পাঠ করিতেন।

اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا ياذا الجلال والاكرام

হে আল্লাহ, হে মহিমান্বিত প্রভু, সর্বব্যাপী বর্ষণকারী, গর্জনকারী মুশলধারে বর্ষণকারী, বজ্রপাতকারী এবং প্রবল বারীপাতকারী বাদল হইতে আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ কর। (তুমিই মহামহিম!)—আবুআওয়ানা স্বীয় ছহীহ গ্রন্থে।

৪১০) হযরত আবু হুরায়রার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, একদা হযরত সুলায়মান (আঃ) ইস্তিস্কা নিবন্ধন বহির্গত হইলেন এবং (পথিমধ্যে) দেখিতে পাইলেন যে, একটি পিপিলিকা পৃষ্ঠের উপর (চিত) শয়ন করিয়া পদগুলি আকাশের দিকে করিয়া বলিতেছে, হে আল্লাহ! আমি তোমার সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভুক্ত একটি সৃষ্টি, আমরা তোমার পানির সর্বদা মুখাপেক্ষী (অতএব আমাদের পানি দান করুন!) এতদ্শ্রবণে হযরত সুলায়মান বলিলেন, জনগণ! তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন কর (তোমাদের পানি যাজ্ঞা করার আবশ্যক নাই) অপরের দোয়ায় তোমাদিগকে পানি প্রদান করা হইবে (তোমাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হইবে)।—আহমদ, হাকিম ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقى فراى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها الى السماء تقول اللهم انا خلق من خلقك ليس بنا غنا عن سقياك فقال ارجعوا قد سقيتم بدعوة غيركم

৪১১) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) ইস্তিস্কার দোআ কালে হস্তদ্বয়ের পৃষ্ঠদেশ আকাশের দিকে করিয়াছেন।—মুসলিম।

ان النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استسقى فاشار بظهر كفيه الى السماء

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পোষাক পরিচ্ছদ

৪১২) হযরত আবু আমের আশআরী (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, অবশ্যই আমার উম্মতে এরূপ লোকের উদ্ভব ঘটিবে যাহারা রেশমী কাপড় পরিধান করা (পুরুষদের জন্য) বৈধ করিয়া লইবে অর্থাৎ হালাল বস্তরূপে অবাধে রেশম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে।[১]—আবুদাউদ, মূল হাদীস বুখারীতেও রহিয়াছে।

قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليكونن من امتى اقوام يستحلون الخز والحرير

৪১৩) হযরত হুযায়ফার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রস্থলুল্লাহ (দঃ) স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে

قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله

১) এই হাদীসের উপসংহারে নিম্ন বর্ণিত অংশও বর্দ্ধিত হইয়াছে—তাহারা মদ, শরাব এবং বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতিকে বৈধরূপে ব্যবহার করিবে। এই হাদীস দ্বারা পুরুষের জন্য রেশম ব্যবহার, মাদক দ্রব্য এবং বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতির অবৈধ হওয়া প্রতিপন্ন হইতেছে অপর হাদীসে উক্ত কার্যাবলী গ্রহণকারীদের প্রতি মৃত্তিকাগর্ভে ধসনে এবং রূপ পরিবর্ত্তনের ধমকী প্রদান করা হইয়াছে।—অনুবাদক

www.ahlehadeethbd.org

পানাহার করা হইতে আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন এবং চিক্কণ ও মোটা রেশমী বস্ত্র পরিধান করা অথবা উহাতে উপবেশন করাও নিষিদ্ধ করিয়াছেন। —বুখারী।

وسلم ان نشرب فی آنیة الذهب والفضة وان ناکل فیها وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیه

৪১৪) হযরত উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) রেশমী কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন কিন্তু যদি দুই আঙ্গুল, তিন আঙ্গুল অথবা চারি আঙ্গুল পরিমাণ টুকরা (কাপড়ে সংযোজিত করিয়া থাকে তবে উহা) জায়েয হইবে।— বুখারী ও মুসলিম।

نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم عن لبس الحریر الاموضع اصبعین او ثلث او اربع

৪১৫) হযরত আনস (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, নবী করীম (দঃ) কর্তৃক আবদুর রহমান বিন আউফ এবং যুবায়র (বিন আওয়াম) কে কোন এক সফরে তাঁহাদের (শরীরের) কণ্ডুরোগ (Itching) হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য রেশমী জামা পরিধান করার অনুমতি দিয়াছেন।— বুখারী ও মুসলিম।

ان النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکة کانت بهما

৪১৬) হযরত আলী বিন আবি তালেব (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাকে সবুজ রংয়ের ডোরা কাটা একটি চাদর দান করিলেন এবং আমি উহা পরিধান করতঃ একদা বহির্গত হইলাম উহা দৃষ্টে হযরতের মুখমণ্ডলে ক্রোধের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া আমি প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং উহাকে খণ্ডিত করতঃ মেয়েদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলাম।— বুখারী ও মুসলিম।

قال کسانی النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم حلة سیراء فخرجت فیها فرأیت الغضب فی وجهه فشققتها بین نسائی

৪১৭) হযরত আবু মূসার (রাযিঃ) বাচনিক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন, আমার উম্মতের স্ত্রীলোকের প্রতি স্বর্ণ এবং রেশম বৈধ এবং পুরুষদের প্রতি উহা অবৈধ করা হইয়াছে।—আহমদ, নাসায়ী ও তিরমিযী তিনি এই হাদীসকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

ان الله تعالی علیه وآله وسلم قال احل الذهب والحریر لاناث امتی وحرم علی ذکورهم

৪১৮) হযরত ইমরান বিন হুসাইন (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ ফরমাইয়াছেন, দেখ, যখন আল্লাহ তাঁহার কোন বান্দাকে কোন নিয়ামত প্রদান করেন তখন তিনি তাহার মধ্যে উক্ত নিয়ামতের (দানের) চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিতে ভালবাসেন[১]।—বয়হকী।

ان النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم قال ان الله یحب اذا انعم علی عبده نعمة ان یری اثر نعمته علیه

৪১৯) হযরত আলীয়ে মুর্তযা (রাযিঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মিশরস্থ এক প্রকার রেশমী চাদর এবং পীলা রংয়ের কাপড় পরিধান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। —মুসলিম।

ان رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نهی عن لبس القسی والمعصفر

৪২০) হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) একদা আমার গায়ে উসফুরে (এক প্রকার রং) রঞ্জিত দুই খানা চাদর দেখিতে পাইয়া (তিরস্কারের স্বরে) বলিলেন, তোমার মাতা তোমাকে এইরূপ কাপড় পরিধান করিতে নির্দেশ দিয়াছে? (অর্থাৎ ইহা স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্র তুমি ইহা পরিধান করিয়াছ কেন?)

قال رای علی النبی صلی الله تعالی علیه وآله وسلم ثوبین معصفرین فقال امك امر تك بهذا ؟

---

১) অর্থাৎ কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি আল্লাহর নিয়ামত ধন-সম্পদ লাভ করা সত্ত্বেও দীন হীন লোকের ন্যায় মলিন বেশভূষায় বিচরণ করে ইহা আল্লাহ পছন্দ করেন না বরং তাহার অবস্থানুসারে উত্তম পরিধেয় ব্যবহার করাই আল্লাহর নিকট প্রিয়। পক্ষান্তরে যাহারা নিজেদের ক্ষমতার উর্ধে চলিয়া থাকে তাহাদের এহেন কার্যও নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই।—অনুবাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৪২১) হযরত আসমা বিন্তে হযরত আবুবকর (রাযিঃ)

انها اخرجت جبـة رسول الله صلى الله تعالى عليـه وسلـم مكفوفـة الجيب والكمين والفرجين بالديباج

রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা তিনি রসূলুল্লাহর (দঃ) একটি জুব্বা (কোট) বাহির করিলেন, যাহার প্লেট, হাতা ও জামার উভয় পার্শে মোটা রেশম সংযোজিত ছিল।—আবু দাউদ। মূল হাদীস মুসলিমেও বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, উক্ত জামা জননী আয়েশার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার নিকট সুরক্ষিত ছিল। অতঃপর আসমা কর্ত্তৃক উহা গৃহীত হয়। নবী (দঃ) উহা পরিধান করিতেন আর আমরা রোগীদের জন্য উহা বিধৌত করতঃ রোগমুক্তি কামনা করিতাম। ইমাম বুখারী স্বীয় আল আদবুল মুফরদে বর্দ্ধিত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) উহা কোন (বিদেশী) প্রতিনিধি দল আগমন কালে এবং জুমআর দিনে পরিধান করিতেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৪২২) হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) ইর্শাদ করিয়াছেন,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليـه وآلـه وسلم اكثروا ذكر هازم اللذات الموت

তোমরা আস্বাদ বিনষ্টকারী— মৃত্যুকে অধিক মাত্রায় স্মরণ করিতে থাক (এবং মৃত্যুর পরবর্ত্তী বিপদ আপদ হইতে মুক্তি লাভের জন্য সৎকার্য সম্পাদন করিতে থাক)।—তিরমিযী ও নাসায়ী। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন।

৪২৩) হযরত আনস (রাযিঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليـه وآلـه وسلم لايتمنيـن احدكم الموت لضر نزل بـه فان كان لابد متمنيا فليقل اللهم احيني ماكانت الحيوة خيـرا لى وتوفـني ماكانت الـوفات خيرا لى

সাবধান, তোমাদের কেহ যেন কোন বিপদে পড়িয়া মৃত্যু কামনা না করে। কিন্তু যদি মৃত্যুর কামনা করা একান্ত অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে তাহা হইলে এইরূপ বলা উচিত "হে আল্লাহ যতদিন জীবিত থাকা আমার পক্ষে কল্যাণকর হয় আমাকে জীবিত রাখ এবং যখনই আমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃ হয় তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর"।—বুখারী ও মুসলিম।

৪২৪) হযরত বুরায়দা (রাযিঃ) নবী করীম (দঃ) হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তিনি ইর্শাদ করিয়াছেন

قال المؤمن يموت بعرق الجبيـن

মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুকালে (অধিক কষ্ট হেতু) তাহার ললাট ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে।—আবুদাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ী।

৪২৫) হযরত আবুছাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) একত্রিতভাবে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,

قال رسول الله صلى الله تعالى عليـه وآلـه وسلم لقنوا موتاكم لااله الا الله

তোমাদের মধ্যে যাহাদের মৃত্যু আসন্ন হইয়া পড়িয়াছে তাহাদিগকে লাইলাহা ইল্লাল্লাহর তল্কীন কর। (অর্থাৎ তাহাদের কানের নিকট উক্ত কলেমা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে থাক)—মুসলিম ও সুনন।

৪২৬) হযরত মা'কেল বিন ইয়াসার (রাযিঃ) রেওয়ায়ত করিয়াছেন,

اقـرؤا على موتاكم يس

যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের মৃত্যুর সম্মুখীন লোকদের নিকট সূরা "ইয়াসীন" পাঠ করিও।—আবুদাউদ ও নাসায়ী। ইবনে হিব্বান ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

ইসলাম সমন্বয় নহে

—অধ্যাপক মোঃ আবদুল গণি এম, এ

(৯ম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

৪। সাম্যবাদী সমাজ :

কমিউনিষ্ট আন্দোলনের গোড়ার দিকে বলা হইয়াছিল যে, ইহা একটি শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে এবং সকলেই সমান অধিকার লাভ করিবে মানুষের মধ্যে যোগ্যতার দিকদিয়া যে পার্থক্য আছে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ফলে সে পার্থক্য দূরিভূত হইয়া যাইবে এবং প্রত্যেকেই সম যোগ্যতার সহিত কাজ করিবে আর সকলেই সমান সুযোগ ভোগ করিবে, ফলে আর কোন অসাম্য থাকিবেনা। কমিউনিজমের এহেন সাম্যবাদী সমাজের কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। দেখ তর্জুমান পৃঃ ২৭১—২৭৪।

কমিউনিজমের ন্যায় অবাস্তব আদর্শের স্থান ইসলামে নাই। ইসলামপন্থীদের বিশ্বাস যে, যোগ্যতা ও রুচির দিক দিয়া প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জন্মগত পার্থক্য রহিয়াছে এবং স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা নিজেই এই যোগ্যতাগত পার্থক্য দিয়াই মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি ইকবাল অথবা মিঃ গান্ধীর মধ্যে যে প্রতিভা ছিল একজন সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে সেই প্রতিভা জন্মগত হিসাবেই নাই, জন্মগত প্রতিভা থাকিলে তাহা যেকোন ভাবে প্রকাশিত হইতই। কবি নজরুলের মধ্যে মেধাশক্তি ছিল। নানা দুঃখ কষ্ট ও বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও তাহার সে প্রতিভা লুপ্ত হয় নাই, কষ্টের মধ্যে কালাতিপাত করিতে হইলেও তাহার সে প্রতিভা বিকশিত হইয়াছে। আসল কথা, জন্মগত ভাবেই মানুষের যোগ্যতা ও প্রতিভার মধ্যে পার্থক্য থাকে। তবে একথা ঠিক যে, সুযোগের অভাবে অনেক প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু ইহা হাস্যাস্পদ যে, উপযুক্ত শিক্ষা দান করিলেই মানুষের মধ্যে যোগ্যতার দিক দিয়া যে পার্থক্য আছে তাহা দূরীভূত হইয়া সকলেই সমভাবে উপযুক্ত হইবে এবং ফলে প্রত্যেকেই সমান সুযোগ সুবিধা লাভ করিবে। এই ব্যাপারে ইসলাম বাস্তব পন্থা অনুসরণ করিয়াছে। স্বয়ং আল্লাহ বলেন, "তিনিই তোমাদের কতক লোকের মর্যাদা অন্য কতক লোকের তুলনায় উচ্চ করিয়া দিয়াছেন।" কাজেই ছোট বড়, উচ্চ নীচ, বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ বর্তমান থাকিবেই। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সর্বত্রই বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে। চির দিনই তাহা থাকিবে এবং মানবতার কল্যাণের জন্যই বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র যেখানে সকল শ্রেণী বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র শ্রেণী সর্বহারার দলের (Proletariate) অস্তিত্ব থাকিবে সেখানেই শোষকও শোষিতের অনেক শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। (দেখ তর্জুমান ২৭২—২৭৩)

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে তাহাই সমাধান ও বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর বিভিন্ন শ্রেণী ও মতাবলম্বীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব ও সৌহার্দমূলক মনোভাবের সৃষ্টি করিয়া সার্বজনীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করাই ইসলামের নীতি। ইসলামে বিশ্বাসী প্রত্যেকটি মানুষকে পরস্পরে ভাইরূপে সম্বোধন করা হইয়া থাকে।

انما المومنون اخوة

বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের অস্তিত্ব স্বাভাবিক এবং ইহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব, সহনশীলতা প্রেম ও প্রীতির সৃষ্টি করাই সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার কাজ। ইসলাম এই নীতি ও আদর্শেই আস্থাশীল এবং বাস্তব ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী করিয়াও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছে। কোরআনে বলা হইয়াছে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

يايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلنكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم (سوره حجرات)

'হে জনগণ, তোমাদের সকলকে আমরা পয়দা করিয়াছি পুরুষ ও নারীর সংযোগ দ্বারা আর তোমাদিগকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যাহাতে তোমরা পরস্পরের পরিচয় লাভ করিতে পার। দেখ, প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক পরহেজগার, সেই আল্লার নিকট অধিক সম্ভ্রান্ত।"

(হোজরাত :)

রছুলুল্লাহ (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগে বিভিন্ন শ্রেণী ও দলের মধ্যে সহানুভূতি, প্রেম ও ভালবাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া যে আদর্শ স্থাপন করা হইয়াছিল তাহা চিরদিনই বিশ্ববাসীর অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় হইয়া থাকিবে।

৫। আন্তর্জাতিকতা

উভয় মতবাদই আন্তর্জাতিকতার সমর্থক ও আন্তর্জাতিক আদর্শ ও ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রগতি ও সমৃদ্ধির চেষ্টা করিতে প্রয়াস পায়। খ্যাতনামা মুসলিম চিন্তাবিদ মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী সাহেব আন্তর্জাতিকতার আলোচনা প্রসঙ্গে ইসলামের সাথে কমিউনিজমের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু আমাদের মতে এই বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। কমিউনিজম মতবাদে যাহারা বিশ্বাসী তাহারা শুধু এই মতবাদের অনুসারীদের সাথে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে কাজ করার পক্ষপাতী। তর্জুমানের ৩২২ ও ৩২৩ পৃষ্ঠায় আমরা পূর্বেই এবিষয়ে আলোকপাত করিয়াছি। অকমিউনিষ্টদের সহিত আপোষহীন সংগ্রামই তাদের মূলনীতি। এ প্রসঙ্গে স্ট্যালিনের উক্তি পুনঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে, তিনি বলেন "If a war is waged by the proletariate.....with the object of strengthening and extending socialism, such a war is legitimate and holy" (see what is communism.)

ইসলামের আন্তর্জাতিক নীতি অত্যন্ত উদার। উহা সংকীর্ণতা ও গোড়ামীর ঊর্ধ্বে। এই প্রসঙ্গে কোরআনে যথেষ্ট আলোচনা দেখা যায় এবং রছুলুল্লার জীবনে তাহার কার্যাবলির মধ্যে অনেক উদাহরণ বিদ্যমান। কোরআনে আল্লাহ বলেন,

كان الناس امة واحدة.....

হযরত মোহম্মদ (দঃ) সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মদীনা শহরকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা ধর্মকেন্দ্রিক হইলেও উহার আন্তর্জাতিক নীতি ছিল ইহার বৈশিষ্ট। ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, তিনি শুধু মুসলমানদিগকেই নাগরিক অধিকার প্রদান করিয়া তাহাদিগের সহযোগিতা ও সমর্থনেই স্বীয় রাষ্ট্র পরিচালনা করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি মদীনার ইহুদদিগকে মুসলমানদের সমান নাগরিক অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এবং সামান্য পরবর্তী সময়ে খৃষ্টানদিগকে এক ঐতিহাসিক চার্টার প্রদান করিয়া আন্তর্জাতিক আদর্শে যে জলন্ত উদাহরণ রাখিয়া গিয়াছেন আজও তাহার নজির পাওয়া যায় না।

ইসলাম ও কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক আদর্শের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, ইসলাম সর্বপ্রকার আদর্শ ও মতবাদের অনুসারিদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব ও সহানুভূতি মূলক মনোভাব রাখিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে মানবজাতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করিয়া যাওয়ার নীতি অনুসরণ করে; অন্য পক্ষে কমিউনিজম শুধু স্বীয় অনুসারিদের মধ্যেই আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী তাহাদের কার্যক্রম স্থিরিকৃত করে। কিন্তু কোন কোন সময়ে আদর্শ বিরোধীদের সহিত আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে কাজ করিলেও উহা বিশেষ উদ্দেশ্য মূলক। "ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকার" করাই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য।

৬। সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা :

ইসলাম ও কমিউনিজম—উভয় আদর্শই ব্যাপক ও সার্বজনীন শিক্ষা প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকে। সোভিয়েট শাসন তন্ত্রে আছে, "Every citizen has right to education." প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। অধিকার স্বীকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া লইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে রাশিয়াতে এখন পর্যন্ত সকলের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় না। ইসলামী মতে প্রত্যেকেরই প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক। ইসলামের শৈশবে ইহা কার্যকরী করার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং এই চেষ্টা বহুলাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উভয় ব্যবস্থায় শিক্ষা লাভের সার্বজনীন অধিকার স্বীকৃত হইলেও নীতিগত ভাবে উভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। সোভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষকদের জন্য নির্ধারিত নির্দেশনামা Manual of Pedagogyতে বলা হইয়াছে: "The pupils of the soviet school must realize that feeling of soviet patriotism is saturated with irreconcilable hatred towards the enemies of socialist society.....It is necessary to learn not only the enemy, but also to struggle with him in time to unmask him and finally, if does not surrender, te dostroy him"

"সোভিয়েট স্কুলের ছাত্রদিগকে অবশ্যই হৃদয়ংগম করিতে হইবে যে, সোভিয়েট স্বদেশ প্রেম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার যাহারা শত্রু তাহাদের উপর—আপোষহীন ঘৃণার ভাব পোষণ করে। ইহা প্রয়োজনীয় যে শুধু শত্রুকে জানিলেই চলিবেনা; বরং তাহার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে; এবং শেষ পর্যন্ত শত্রু যদি আত্মসমর্পণ না করে তবে তাহার নিপাত ঘটাইতে হইবে।"

আমরা চলতি বর্ষের তর্জুমানের ২৭৪ পৃষ্ঠায় কমিউনিষ্টদেশের শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, ইহা স্বাধীন বিশ্বের সকল আদর্শ বাদিদের পক্ষেই মারাত্মক। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় সংকীর্ণতার স্থান নাই, ইহা উদার নীতির পক্ষপাতী, ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় অমুসলমানগণ চিরদিনই সরকারী প্রভাবের উর্দ্ধে স্বাধীনভাবে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে এবং মুসলমানেরাও নিজেদের প্রয়োজন মত সন্তান সন্ততিকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে পারে এবং স্বাধীন ভাবেই তাহা করিয়া আসিতেছে।

৭। জনকল্যাণকর কার্য:

উভয় আদর্শই জনকল্যাণকর—কার্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কিন্তু কমিউনিজমের আদর্শ অনুসারে জনকল্যাণকর কার্যকরা হইয়া থাকে শুধু কমিউনিষ্টগণের উদ্দেশ্যে। অকমিউনিষ্টগণকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র কোন অবস্থাতেই বরদাস্ত করে না, অতএব তাহাদিগের জন্য কল্যাণকর কিছু করার প্রশ্নই উঠে না। অন্য পক্ষে ইসলাম সকলের কল্যাণ কামনা করে। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি নাগরিকের সমান অধিকার। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানদের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে মারির খৃষ্টান ধর্মযাজক বলেন, "The Arabs who have been given by God, the kingdom (of the Earth) do not attack the christian faith; on the contrary they help us in our religion, they respect our God and saints and bestow giftis on our churches and Monasteries"

অর্থাৎ "আরবের লোকেরা—যাহাদিগকে ঈশ্বর রাজত্ব দিয়াছেন তাহারা আমাদের খৃষ্টান ধর্মের উপর আক্রমণ করেন'না, অন্য পক্ষে তাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহারা আমাদের ঈশ্বর ও সন্ন্যাসীদিগকে সম্মান করে এবং আমাদের চার্চ ও আশ্রম সমূহে সাহায্য দিয়া থাকে।"

ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া রসূলুল্লার (দঃ) সময় ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে—নানা বিধ কল্যাণকর কাজ করা হইত, তদোপরি সরকারী খরচ মিটাইবার পরও সরকারী আয় উদ্বৃত্ত হইত এবং ইহা জনসাধারণের মধ্যে যখন তখন বন্টন করিয়া দেওয়া হইত। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।* এই প্রসঙ্গে আমরা সুধী পাঠকবৃন্দের চলতি বর্ষের তর্জুমানের অষ্টম সংখ্যার ৩৬৫ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত Sir William muir সাহেবের মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

* Spirit of Islam: Chapter: Political spirit of Islam.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমরা সংক্ষেপে ইসলাম ও কমিউনিজমের মধ্যে সাদৃশ্য এবং ইহার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে আলোচনা করিলাম আশা করি বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা হইতে আমাদের সহিত এক মত হইবেন যে মূলতঃ উভয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য নাই †

এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্বপাকিস্তানের জনৈক প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের ইসলাম ও কমিউনিজমের আলোচনায় তদীয় মন্তব্যের প্রতি বিজ্ঞ পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি লেখিয়াছেন, "ইসলামের মূলমন্ত্র—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মাদুর রসূলুল্লা ইহার সহিতও কমিউনিজমের আশ্চর্য্যভাবে খানিকটা মিল ঘটিয়া গিয়াছে"। আমরা কবি সাহেবের এহেন মন্তব্যে হাসিব না কাঁদিব, কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিনা। যে কমিউনিষ্ট মতবাদের প্রথম কথাই-নাস্তিকতা ও সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসের উপর যুদ্ধ ঘোষণা, তাহা ইসলামের মূলমন্ত্র কলেমায়ে তৈয়েবার সহিত কিভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে? যাহারা ইসলাম ও কমিউনিজমের মূল আদর্শ সম্বন্ধে সামান্যতম ধারণাও রাখেন তাহারা কবি সাহেবের এহেন মন্তব্যে না হাসিয়া পারিবেন না।

তিনি আরও লিখিয়াছেন, "কমিউনিষ্টরা ঈশ্বরকে একদম উড়াইয়া দেয়।" "কোন ঈশ্বর নাই, ইহই তাহাদের মত। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ইসলামের মূলমন্ত্রের না মূলক অংশটিকে অর্থাৎ লা-ইলাহা টুকু তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, এখন হাঁ মূলক অংশটুকু গ্রহণ করিতে বাকী। "ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ টুকু লইলেই পুরাপুরি ইসলামকে গ্রহণ করা হইবে। সেই সময়ে কমিউনিজমের সমস্ত দোষত্রুটীও দূর হইয়া যাইবে।"

ইসলামের মূলমন্ত্রকে এইরূপে ভাগ করিয়া না-মূলক অংশের সহিত সামঞ্জস্য ও হাঁ। মূলক অংশের সহিত অসামঞ্জস্য বিধান এবং ভবিষ্যতে কমিউনিজম কর্তৃক ইসলামকে স্বীকার করায় যে সম্ভাবনার কথা তিনি উত্থাপন করিলেন তাহা যেমন অযৌক্তিক ও হাস্যাস্পদ তেমনি আপত্তিকর।

তিনি আরও লিখিতেছেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদর রসূলুল্লাহ" এই মূলমন্ত্রের মধ্যে কমিউনিজমের তিনটি ধারাই বিদ্যমান। (না মু যুবিল্লহ মেন যালেকা) লা ইলাহা (নাই কোন ঈশ্বর) হইল Thesis. ইল্লাল্লাহ (এক আল্লাহ ব্যতীত) হইল Antithesis, আর মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ' হইল Synthesis, কমিউনিষ্টরা এখন পর্যন্ত মাত্র গোড়ার অংশ লইয়াই সন্তুষ্ট আছে।"

কমিউনিজমের সহিত ইসলামের সাদৃশ্য আলোচনা করিতে গিয়া একজন মুসলমান হিসাবে পবিত্র কলেমায়ে তৈয়েবাকে হেগেল ও মার্কসের Diabetic মতবাদের খাপে ফেলিয়া synthesis রচনা করিতে পারেন তাহা আমাদের মোটেই বোধগম্য নয়। অঙ্কের খাপে ফেলিয়া এই পবিত্র কলেমাকে তিনভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করিয়া এহেন তুলনার প্রচেষ্টাকে উদ্ভট এক কষ্ট কল্পনা ছাড়া আর কি বলা যাইবে? ইহাই শেষ নহে, তিনি আরও লিখিতেছেন "এই (কমিউনিষ্টগণের) ঘোষণা দ্বারা নাস্তিকতা প্রচারিত হইলেও সঙ্গে সঙ্গে বহু অন্ধবিশ্বাসের মূলেও কুঠারাঘাত করা হইয়াছে ....এই নাস্তিকতা কমিউনিজমের চরম কথা নয়, ইহা পুরোহিতদিগের দৌরাত্মার প্রতি একটী প্রচণ্ড আঘাত মাত্র ....কাজেই মুসলমানের কাছে ইহা কোন নতুন বস্তু নয় বা বেখাপ্পাও নয়"¶

কবি সাহেবের বিরুদ্ধে আমাদের ব্যক্তিগত কোন বিরোধের কারণ নাই, কিন্তু তাহার মন্তব্য ও ভবিষ্যৎ বাণী- আমাদের সামান্য জ্ঞান ও ধারণায় অযৌক্তিক। মার্কস বলেন, "The idea of God must be destroyed, it is the key stone of perverted civilization.........it is opium. আল্লার কল্পনা মানব মন হইতে উৎখাত করিতে হইবে, বিকৃত সভ্যতায় ইহাই মূল কারণ। ধর্ম আফিমস্বরূপ। কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে বলা হইয়াছে "কিন্তু কমিউনিজম চিরন্তন সত্য রহিত করে, ইহা সকল ধর্ম ও নৈতিকতা নূতন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না করিয়া তাহা বর্জন করে, সুতরাং ইহা অতীত ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার বিপরীত যাহা তাহাই করে। (দেখ, তর্জুমান, ৯ম বর্ষ পৃঃ ২১০) কমিউনিজম ও ইসলাম সম্পর্কে তাঁহার ধারণার অস্পষ্টতা অথবা কমিউনিজমের প্রতি অহেতুক শুভেচ্ছার কারণেই হয়তো কবি সাহেব এহেন মন্তব্য করিয়াছেন।

দুইটি আদর্শ সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। ইহাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ মিলনের যে ছবি তিনি কল্পনা করিয়াছেন আমাদের মতে তাহা কবির কল্পনাই থাকিয়া যাইবে। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

† History of the Saracens P. 58—59

¶ Islam and Communism.

www.ahlehadeethbd.org

নাইজেরিয়া

—মুহাম্মদ আযীমুদ্দীন, এম-এ বি-টি
সহকারী রেজিষ্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্যার আদেতুকুনবো আদেমোলা সম্মিলিত নাইজেরিয়া রাষ্ট্রের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি লাণ্ডনের কিংস্ কলেজ ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া লণ্ডনের মিডল টেম্পলে আইন শিক্ষা করেন। নাইজেরিয়ার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান বিচারপতির পদে অভিষিক্ত ছিলেন।

বর্তমানে উত্তর নাইজেরিয়ার প্রধান-মন্ত্রী সকোটের সুলতান সারদাউনা আলহাজ্জ আহমদ বিল্লাহ, পশ্চিম নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী সরদার স্যামুয়েল লাডক আকিনতোলা এবং পূর্ব নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এম-আই ওকুপারা।

নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রনেতা উজীরে আজম স্যার আলহাজ্জ আবু বকর বালেওয়া তাফেওয়ার জীবনী ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু বলিলে তাহা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা।

বাউচী প্রদেশের বালেওয়া তাকাওয়া গ্রামে তাঁহার জন্ম। তাঁহার বর্তমান বয়স ৪৭ বৎসর। তাহার ওয়ালেদ ইয়াকুব বাউচীর আমীরের অধীনে চাকুরী করিতেন। নিজ এলাকার বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আবুবকর কাটাসিনার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর আবুবকর বাউচীর এক মধ্য স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। অন্যান্য অনেকের মতই হয়তো আবুবকরও শিক্ষকতা করিয়াই তাহার কর্ম-জীবন সমাপ্ত করিতেন। কিন্তু তাহার তকদীর লিপি ছিল অন্যরূপ। একদা এক বন্ধু বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে বলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্তই উত্তর নাইজেরীয়দের বিদ্যার দৌড়; সিনিয়র টিচার্স সার্টিফিকেট পরীক্ষায় তাহাদের কেহই আজ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারেনাই। বন্ধুটি হাল্কা আলাপের ছলে কথাটি বলিলেও ইহা আবুবকরের অন্তরে আঘাত করে। তিনি তখনই সিনিয়র সার্টিফিকেটের জন্য তৈরী হইতে শুরু করেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে, আবুবকর সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার কৃতিত্ব দর্শনে ১৯৪৫ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌ষ্টিটিউট অব এডুকেশন উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাহাকে একটি ফেলোশিপ প্রদান করেন। একবৎসরকাল আবুবকর লণ্ডনের এই ইন্‌ষ্টিটিউটে অধ্যয়ন করেন।

লণ্ডনে অধ্যয়নকালে আবুবকরের প্রতিভার বিকাশ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বি-বি-সি তাহাকে তাহাদের বহির্দেশীয় বিভাগে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করেন। তাহাকে ১৯৪৬ সালের নাইজেরিয়া শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করিতে হয়। এই কার্যে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন।

দেশে যখন আঞ্চলিক আইন পরিষদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদ স্থাপিত হইল, তখন উত্তরাঞ্চলের আমীরগণ এমন একজন আধুনিক শিক্ষিত সুযোগ্য লোকের অনুসন্ধান করেন যিনি উত্তরাঞ্চলের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করিবেন। আমীরগণ আবুবকরকে মনোনীত করেন। কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনি উত্তর নাইজেরীয়ার প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সকোটোর সুলতান সারদাউনা আলহাজ্জ আহমদ বিল্লাহ এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। উত্তর নাইজেরিয়ার মুসলমানদের অবিসম্বাদিত নেতা হইলেও তিনি নিজে লাগোসে বসবাস করা পসন্দ করেননাই।

কেন্দ্রীয় সরকারে স্যার আবুবকর প্রথমে পূর্ত বিভাগের উজীর নিযুক্ত হন। নিজের যোগ্যতা এবং কার্য ক্ষমতার দরুণ তিনি উজীর সভায় যোগ্যতম সদস্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি আমেরিকা ভ্রমণ করেন। আমেরিকার নদী পথের উন্নয়ন ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করাই ছিল তাহার এই সফরের উদ্দেশ্য। আমেরিকার এক হোটেলে অবস্থানকালে একরাত্রে তিনি চিন্তা করেন যে, বিভিন্ন জনসমষ্টির সমবায়ে গঠিত যুক্তরাজ্য যদি উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করিতে পারে, তবে নাইজেরিয়ায় সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠিত হইলে তাহাও যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারিবে। এই সময় হইতে স্যার আবুবকর তাহার মত পরিবর্তন করেন এবং কায়মনোবাক্যে সম্মিলিত নাইজেরিয়া রাষ্ট্র গঠনে আত্ম-নিয়োগ করেন।

১৯৫৭ সালে স্যার আবুবকর নাইজেরিয়ার সম্মিলিত রাষ্ট্রের প্রথম উজীরে আজম পদে অভিসিক্ত হন। সেই হইতে তিনি এই পদে আসীন রহিয়াছেন এবং অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত স্বকীয় কর্তব্য পালন করিতেছেন। তাঁহার যোগ্য নেতৃত্বের ফলে নাইজেরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আযাদী অর্জনের পর ঘানায় ব্যক্তি-কেন্দ্রিক এবং গিনিতে একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েম হইয়াছে। বেলজিয়ান কঙ্গো স্বাধীনতা লাভের পর আন্তর্জাতিক হট্টগোলের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু নাইজেরিয়া আযাদী অর্জনের পরেও শান্ত-পরিবেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা কায়েম রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে স্যার আবুবকরের ব্যক্তিত্ব ও সুযোগ্য নেতৃত্ব। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এই অভিমত পোষণ করেন যে, একদিন নাইজেরিয়াই দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব করিবেন।

স্যার আবুবকর সুবক্তা এবং তাহার কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও উচ্চারণ সুস্পষ্ট। ইংরাজীতে তিনি অনর্গল বক্তৃতা করিতে পারেন। বৈদেশিক রাজনৈতিক ভাষ্যকারগণ তাই তাহাকে "শান্ত কবুতর" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। তাহার স্বদেশবাসীরা তাহাকে "নাইজেরীয় কালা পাহাড়" (Blaek Rock of Nigeria) আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজে "আলহাজ্জ" পদবীটিকেই বিশেষ পসন্দ করেন।

পূর্বে স্যার আবুবকর অত্যধিক ধূমপান করিতেন। হজ্জ করিবার পর তিনি এই বদ অভ্যাস চির তরে ত্যাগ করেন।

উজীরে আজমের দফতরের সন্নিকটে একটি দ্বিতল অট্টালিকায় স্যার আবুবকর তাহার স্ত্রী ও নয়টি সন্তান-সহ বাস করেন। তাহার স্ত্রী পর্দার বাহিরে যান না। তাই বিদেশী কোনো গণ্যমান্য অতিথিকে আপ্যায়ন করিতে হইলে অন্য একজন মন্ত্রীর আইরিশ পত্নীর উপস্থিতির ব্যবস্থা করা হয়।

স্যার আবুবকর সকাল ৬॥০ টায় (আফ্রিকান সময়) শয্যাত্যাগ করেন এবং ফজরের নামায আদায় করেন। সকাল সোয়া আটটায় তিনি অফিসে পৌঁছেন এবং দ্বিপ্রহর সোয়া দুইটায় অফিস ত্যাগ করেন। অফিসের বহু ফাইল তিনি বাসায় লইয়া আসেন এবং অধিক রাত্র পর্যন্ত ফাইল ঘাটিয়া কাজ করেন। নাইজেরিয়ার ব্যাপক দুর্নীতির মধ্যে স্যার আবুবকরের আদর্শ চরিত্র উজ্জ্বল মহিমায় দেদীপ্যমান। দুর্নীতিকে তিনি যে শুধু ঘৃণাই করেন তাহা নহে, বরং দুর্নীতি-বাজকে পর্যুদস্ত করিতে তিনি কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার প্রতিপত্তিশালী সহকর্মীকেও তিনি এই ব্যাপারে রেহাই দেন নাই।

বৈদেশিক নীতিতে স্যার আবুবকর পশ্চিমপন্থী হইলেও তিনি নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী। এসম্বন্ধে তিনি বলেন, "কোনো ক্ষমতা চক্রের অনুগামী হওয়া আমরা সম্মিলিত রাষ্ট্রের পক্ষে অনুচিত বলিয়া মনে করি। আমাদের বৈদেশিক নীতি রচিত হইবে নাইজেরিয়ার স্বার্থের ভিত্তিতে। এই নীতি আমাদের শাসনতন্ত্রের নৈতিক ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন হইবে।"

আজাদী অর্জনের পর স্যার আবুবকরের যোগ্য নেতৃত্বে নাইজেরিয়া তাহার নিজস্ব সম্পদের উন্নয়নে এবং সুখী নাইজেরিয়া গড়িয়া তোলার কাজে অগ্রণী হইয়াছে। উন্নয়ন কার্যে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। নাইজেরিয়া তাই পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলির সহযোগিতা কামনা করিয়াছে। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য সরকার

www.ahlehadeethbd.org

নাইজেরিয়ার জন্য এক কোটি বিশ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ বরাদ্দ করিয়াছেন। যুদ্ধ পরবর্তী কালে তাহারা নাইজেরিয়ার বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য মোট তিন কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দান করিয়াছেন। নাইজেরিয়ার রেল ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক এক কোটি পাউণ্ড ঋণ মনজুর করিয়াছেন।

কেন্দ্রীয় রাজধানী লাগোসে রেডিও-নাইজেরিয়ার প্রধান কেন্দ্রটি অবস্থিত। সম্প্রতি ইবাদানে নাইজেরিয়ার টেলিভিশন কেন্দ্র কায়েম করা হইয়াছে। ইবাদানে একটি প্লাষ্টিকের কারখানাও স্থাপিত হইয়াছে।

১৯৬০ সালে নাইজেরিয়ার তৈল খনিতে প্রায় দশ লক্ষ টনের মত পেট্রোল সংগ্রহ করার কথা। আগামী বিশ বৎসরের মধ্যেই নাইজেরিয়া বিশ্বের তৈল সম্পদে শ্রেষ্ঠ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম দেশে পরিণত হইবে। উত্তর অঞ্চলের রাজধানী কাদুনায় অবস্থিত চৌদ্দ হাজার টাকু বিশিষ্ট বস্ত্র মিলে স্থানীয় তুলা হইতে বৎসরে পঁচিশ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে।

নাইজার ও কাদুনা নদী নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা নাইজেরিয়ার প্রধান উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে অন্যতম। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে স্বল্পমূল্যে প্রচুর বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাইবে এবং বিরাট এলাকায় সেচ ব্যবস্থা চালু করার দরুণ কৃষির উন্নতি হইবে। সম্প্রতি পোর্ট হারকোর্ট এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, উহাও কাজে লাগানর চেষ্টা হইতেছে। নাইজেরিয়ার তিনটি অঞ্চলেই নাইজেরীয় কলেজ অব আর্টস, সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজীর শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ইবাদানের বিশ্ববিদ্যালয় কলেজটির ডিগ্রি ক্লাশে এক হাজারের বেশী ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য প্রতি বৎসর বহু ছাত্র ছাত্রী বিদেশে গমন করিতেছে। সম্প্রতি পাকিস্তান সরকার নাইজেরীয় ছাত্রদের পাকিস্তানে অধ্যয়নের জন্য কতকগুলি উচ্চ বৃত্তি ঘোষণা করিয়াছেন।

১৯৬০ সালের মে মাসে শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী ডক্টর অব ল উপাধি গ্রহণ কালে উজীরে আজম আলহাজ্জ স্যার আবুবকর বলেন, "বার বৎসর পূর্বেও কোনো নাইজেরীয়কে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করিতে হইত। অবশ্য, এখনও আমাদের দেশে একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ রহিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা আরও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমাদের ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করার আশা রাখি। শেফিল্ডে আমাদের দেশের অনেক ছাত্রকে পড়িতে দেখিয়া আমি খুবই খুশী হইয়াছি। আমাদের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আপনাদের দ্বার উন্মুক্ত রাখায় আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছাত্রেরা যাহা কিছু শিখিবে, তাহার দ্বারা দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে।"

নাইজেরিয়া বিরাট সম্ভাবনা সম্পন্ন একটি দেশ। সদ্য ইহা বিদেশী শাসন ও শোষণ হইতে মুক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের লোক ইহার কল্যাণ কামনা করিয়া ইহার আযাদী লাভে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। এই দেশের অধিকাংশ বাশিন্দা মুসলমান। এইজন্য পাকিস্তানবাসী মুসলমানগণ ইহার তরক্কী ও সালামতের জন্য রব্বুল আলামীনের দরবারে মুনাজাত করিতেছে।*

আযাদ নাইজেরিয়া যিন্দাবাদ!
মুসলিম জাহান যিন্দাবাদ!!

* এই প্রবন্ধ লিখিতে নিম্নলিখিত গ্রন্থ ও সাময়িকীর সাহায্য লওয়া হইয়াছে: Encyclopaedia Britannica; The praeching of Islam; Land and people in Nigeria (Buchanan); The Times; The Islamic Review,

www.ahlehadeethbd.org

মিসরের ইতিহাস

ডক্টর এম, আবদুল কাদের

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মুরতাজ কিল্লাখান ফাতাহ কালাইকে এই বিদ্রোহের জন্য দায়ী বলিয়া সন্দেহ করিলেন। ইহা লইয়া ১০১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের মধ্যে ঝগড়া বাধিল। অবশেষে ফাতাহ প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইলেন। মুর্ত্তাজ ভীত হইয়া সপরিবারে এন্টিয়াকে গ্রীক সম্রাটের নিকট পলাইয়া গেলেন। ফাতাহ হাকিমকে আলেপ্পোর রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সালেহকে তিনি সন্ধিসূত্রে নগর ও উপনগরের অর্দ্ধেক রাজস্ব দান করিলেন, মুরতাজের পরিত্যক্ত মহিলাদিগকেও উপহার দিলেন। কিন্তু সালেহ মুরতাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া অন্যান্য মহিলাকে শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিলেন।

হাকিম ছিলেন এতদিন আলেপ্পোর অধিরাজ, এখন হইলেন উহার মালিক। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি ফাতাহ্‌কে মুবারকুদ্দৌলা উপাধি ও টায়ারের শাসনকর্তৃত্ব দান করিলেন। মুরতাজের সমস্ত মালমাত্তাও তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইল। আজিজুদ্দৌলা নামক মঞ্জুত্তাগিনের এক ক্রীতদাস আমীরুল ওমরা উপাধিতে ভূষিত হইয়া আলেপ্পোর কেল্লাদার নিযুক্ত হইলেন। তিনি একটী সম্মানমূলক সিদরিয়া, একখানা শাহী তরবারি ও স্বর্ণখচিত সাজ সহ কয়েকটি অশ্ব উপহার পাইলেন।

আবুরাক্কার অভিযান—হাকিমের আমলে মিসরে যুদ্ধ বিগ্রহ অতি অল্পই হয়। যাহা হয়, তাহাও মন্ত্রীদের ঈর্ষা বা বাহিরের লোকের উচ্চাকাঙ্খার ফল। বে-সরকারী লোকের পক্ষে অল্‌-কাহেরায় প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই নিয়ম ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে। হাকিম হুকুম দিলেন কেহ অশ্বারোহণে অলকাহেরায় গমন করিতে পারিবেনা। রাজ প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া এমন কি পদব্রজে গমনও নিষিদ্ধ হইয়া গেল।

হাকিমের উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও ফোস্তাতের আয়াসী অভাবক্লিষ্ট নাগরিকেরা ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইল। তাহারা প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশে সাহসী না হইলেও ১০০৫ খৃষ্টাব্দে উত্তর মিসরের বনীকোর্‌রা গোত্রের আরবেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, হাকিম অনায়াসে বিদ্রোহ দমন করিলেন কিন্তু তাঁহার কঠোরতায় ক্রুদ্ধ হইয়া আরবেরা আবার অস্ত্র গ্রহণের সুযোগের অপেক্ষায় রহিল।

সুযোগ শীঘ্রই জুটিয়া গেল। স্পেনের বিখ্যাত উজীর আল্‌-মনসুর ইখ্‌শিদের ন্যায় উমায়্যা খলীফাকে নজর বন্দী করিয়া রাখেন। রাজবংশের বহুলোক নিহত, নির্বাসিত বা দেশত্যাগে বাধ্য হয়। দেশত্যাগী শাহজাদাদের মধ্যে একজন দরবেশদের ন্যায় একটী চামড়ার বোতল সঙ্গে রাখিতেন। তজ্জন্য তিনি "আবু-রাক্কা" বা 'চামড়ার বোতল ওয়ালা' নামে পরিচিত হন। দরবেশের ছদ্মবেশে তিনি মিসর, মক্কা, য়েমন ও সিরিয়া ভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক স্থানেই উমায়্যা বংশের একদল সমর্থক সংগ্রহের প্রয়াস পান। কিন্তু আলী বংশের ন্যায় উমায়্যাদের প্রতি লোকের কোন ধর্মানুরাগ ছিলনা বলিয়া কোথাও তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন-না। আরব বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই তিনি মিসরে ফিরিয়া আসিয়া সানাতা বার্ব্বারদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহারা শীঘ্রই তাঁহাকে মসজিদের ইমাম ও মক্তবের শিক্ষক নিযুক্ত করিল। ধার্মিকতার দরুণ অনেকেই তাঁহাকে ভক্তি করিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বহু অনুচর জুটিল। তখন তিনি প্রকাশ্যে নিজেকে আমীর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অনতিকাল পূর্বেই অন্যান্য বার্ব্বার গোত্র ও বনীকোর্‌রা আরবেরা তাঁহার সহিত যোগদান করিল।

এক বিরাট অশিক্ষিত বাহিনী লইয়া আবুরাক্কা বার্কা জয় করিলেন (১০০৫)। যাহাতে কেহ লুণ্ঠন

www.ahlehadeethbd.org

ও অত্যাচার করিতে না পারে, তৎপ্রতি তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। ফলে লোকে বুঝিল, নিয়মিত শাসনতন্ত্র স্থাপনই তাঁহার লক্ষ্য, অর্থলাভ ও নিছক বিজিগীষা নহে। হাকিম ক্রুদ্ধ হইয়া ইনালের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। আবুরাক্কা বহু দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠাইয়া মরুপথের সমস্ত কূপ ভরাট করিয়া ফেলিলেন। কাজেই সুদীর্ঘ মরুভূমি অতিক্রম করিতে মিসরীদিগকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। তদুপরি কাতামা গোত্রের লোকেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আবুরাক্কার দলে ভিড়িল। কাজেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, পিপাসাতুর মিসর-বাহিনী গুরুতররূপে পরাজিত হইল। এই ভয়াবহ সংবাদ কায়রো পৌঁছিলে আর একটী অভিযান প্রেরণের উদ্যোগ চলিল।

আবুরাক্কা বার্কায় বসতি স্থাপন করিয়া ইফ্রিকায় রাজ্য স্থাপনের মতলব আঁটিলেন। কিন্তু অচিরে হুসায়ন (বিন্ জওহর) ও অপর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাঁহাকে মিসর আক্রমণে নিমন্ত্রণ করায় তাঁহার মতিভ্রম ঘটিল। হাকিম সিরিয়া হইতে হামদানী বাহিনী তলব করিলেন। দেশী সৈন্যেরা ফজল বিন্ সালেহের অধীনে স্থাপিত হইল। তিনি গির্জায় শিবির স্থাপন করিলেন। আবুরাক্কা সেখানে আসিলে তিনি কৌশলে যুদ্ধ এড়াইয়া নদীপথ রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে আবুরাক্কা তাঁহাকে কুম শরীফের নিকটে যুদ্ধদানে বাধ্য হইলেন। তাহাতে প্রভূত ক্ষতি হইলেও ফজল নদীপথ আগলাইয়া রাখিলেন। কিন্তু তাঁহার শিবিরে নিমকহারামের অন্ত ছিলনা। আবুরাক্কার চরেরা সিরিয়ার আরব নেতাদিগকে বলিল, "তোমরা না-হক্ ফাতিমীয়দের জন্য যুদ্ধ করিয়া মরিতেছ কেন? ইহার চেয়ে রাজ্য ভাগ করিয়া লওয়া ভাল নহে কি? তোমরা সিরিয়া নাও, আমাদিগকে মিসর ও ইফ্রিকা দাও"। সিরিয়ায় খাঁটি আরব ও উত্তর আফ্রিকায় খাঁটি বার্বার রাষ্ট্রগঠনের এই প্রস্তাব সিরিয়ানদের বেশ মনে লাগিল। ঠিক হইল আবুরাক্কা রাত্রে ফজলের সৈন্যদল আক্রমণ করিবেন। সিরিয়ার আরবেরা সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলিত হইবেন, বনী কোর্রা গোত্রের মাহ্দী নামক জনৈক সর্দার ছিলেন ফজলের অনুগত, তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া ফজল নির্দিষ্ট তারিখে সন্ধ্যাবেলায় আরব নেতাদিগকে তাঁহার তাবুতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারান্তে বিদায় চাহিলে তিনি কোন না কোন ছুতায় তাহাদিগকে আটকাইয়া রাখিলেন। সিরিয়ার সৈন্যেরা সর্দারদের মতলব জানিতনা। কাজেই তাহারা সেনাপতির আদেশে প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। বিদ্রোহীর অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া বিতাড়িত হইল।

ইতিমধ্যে হাকিম ফজলের সাহায্যার্থে ৪০০০ অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু তাহাদের এক-চতুর্থাংশ আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হইয়া আবুরাক্কার হাতে নিহত হইল। এই সংবাদে আতঙ্কিত হইয়া নাগরিকেরা তাঁবু খাটাইয়া রাজপথে নিশা যাপন করিল। আবুরাক্কা তখন নদী অতিক্রমের উদ্দেশ্যে পিরামিডের নিকট সরিয়া আসিলেন। ফজল দূর হইতে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধ দানে বাধ্য করার জন্য আবুরাক্কা এক ফন্দি আঁটিলেন। তিনি ফাইয়ুমের দিকে অগ্রসর হইয়া সাবধার একদল সৈন্য লুকাইয়া রাখিলেন। অপরদল ফজলকে আক্রমণের ভান করিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনা পূর্ব হইতে সৈন্যদিগকে খোলাসা করিয়া না বলায় এই পলায়নকে প্রকৃত পরাজয় মনে করিয়া লুক্কায়িত সৈন্যরাও পলাইতে লাগিল। এই সুযোগে ফজল তাহাদের ঘাড়ে পড়িলেন। আবুরাক্কা গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন। ১০০ বর্ব্বার বন্দী হইল ও ৬০০০ মুণ্ড কায়রোতে প্রেরিত হইল (১০০৭)।

আবুরাক্কা প্রথমে দক্ষিণ মিসরে ও শেষে নিউবিয়ায় পলাইয়া গেলেন। নিউবিয়ার রাজা তখন হিমগুল জেবেলে পীড়িত। নিজেকে খলীফার দূত বলিয়া পরিচয় দিয়া আবুরাক্কা সেখানে কিছুকাল অবস্থান করিলেন। ফজল তাঁহার খোঁজে নিউবিয়া সীমান্তে পৌঁছিয় সমস্ত রহস্য জানিতে পারিলেন। ফজলের পত্রে প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া শাসনকর্তা আবুরাক্কাকে নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। অবশেষে রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র বিপ্লবী শাহজাদাকে ফজলের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রতি সর্বপ্রকার ভদ্রতা ও সদাশয়তা প্রদর্শিত হইল। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া আবুরাক্কা বৃথাই খলিফার দয়া ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিলেন। ফোস্তাতের নিকট পৌঁছিলে হুকুম আসিল, "আবুরাক্কার মাথায় আবজারির পাগড়ী পরাইয়া তাহাকে উটের সম্মুখে এবং আবজারি ও তাহার বানরটী পিছনে বসাইয়া লইয়া আস"। আবজারির পাগড়ী নানা বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ। অপরাধীকে বধ্যভূমিতে নেওয়ায় কালে উহা তাহার মাথায় পরান হইত; আর বানরটী তাহার মুখে কোড়া মারিতে থাকিত। এজন্য আবজারি ৫০০ স্বর্ণমুদ্রা ও ১০ খানা কাপড় পাইত।

সৈন্যদলের পুরোভাগে ১৫টী হাতী চলিল। সে-দিন সরকারী ছুটী বলিয়া ঘোষিত হইল। আবুরাক্কা-কে দেখিবার জন্য রাস্তার দুইপার্শ্বে লোকে সারি বাঁধিয়া দাড়াইল। খলীফা তাঁহার প্রতি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জারি করিলে তিনি বধ্যভূমীতে নীত হইলেন; কিন্তু উটটী তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়ার জন্য হাঁটু গাড়িয়া বসিলে দেখা গেল, আবুরাক্কার দেহ আছে, প্রাণ নাই। তাহার মস্তক কাটিয়া ৩০০০০ বিদ্রোহীর মাথার খুলিসহ ১০০ উটের পিঠে চাপাইয়া সিরিয়ার সমস্ত শহরে প্রদক্ষিণ করাইবার পর ইউফ্রেতিজের পানিতে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই কৃতকার্যতায় ফজলের সুখ্যাতি বর্দ্ধিত হইল। খলীফা তাঁহার প্রতি খুব সম্মান দেখাইতে লাগিলেন; তাঁহার অসুখ হইলে তিনি স্বয়ং কয়েকবার তাঁহাকে দেখিতে গেলেন এবং রোগমুক্তির পর তাঁহাকে এক বিরাট জায়গীর উপহার দিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে হতভাগা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন (১০০৯)। ইহার কারণ অদ্যাপি রহস্যাবৃত। সেভারাশের মতে অনেক প্রিয়পাত্র খলীফাকে একটী বালিকার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিতে দেখায় মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন। এই 'প্রিয়পাত্র' ফজল বলিয়াই সাধারণতঃ ঐতিহাসিক-গণের ধারণা। কিন্তু সেভারাশের বর্ণিত বহু বিষয়ই সন্দেহজনক। কাজেই এই ধারণা ঠিক নহে।

আবু রাক্কার বিদ্রোহের ফলে কর্মচারী মহলে যথেষ্ট রদবদল ঘটিল। হুসায়ন চাকুরী হারাইয়া স্বগৃহে অন্তরীণ হইলেন, রাজকীয় মিছিলে যোগদান না করার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ আসিল। কিছু কাল পরে তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া শেষোক্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হইল; কিন্তু সালেহ বিন আলী নদ-বারি তাঁহার স্থলে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। প্রধান কাজী দাই আবদুল আজীজও (১০০৪—৮) সম্ভবতঃ একই কারণে পদচ্যুত হইলেন। মালিক বিন সায়দ তাঁহার শূন্য গদী পাইলেন। আলী বিন্ ফাল্লাহ দিমিশ্‌কের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

পূর্তকার্য—১০০২ খৃষ্টাব্দ হইতে হাকিম মস্‌জিদ ও পূর্তকার্য নির্মাণে এবং বর্তমান মস্‌জিদগুলিতে সম্পত্তি ও উপহার দান করিতে আরম্ভ করেন। ১০০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হাকিমের মস্‌জিদের প্রসাধন-কার্য সম্পন্ন করিয়া তাহাতে কয়েকটী মিনার যোগ করেন। ইহাই তাঁহার সর্বপ্রধান স্মৃতিচিহ্ন। ক্রুসেডারেরা ইহা অপবিত্র করে; ৭০৪ হিজরীর ভূমিকম্পে ইহা গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিকাণ্ড ও উপেক্ষার ফলে মাক্রিজের ভ্রমণকালে (১৪২০) মস্‌জিদটি অর্ধ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আরও দুর্দশা ভোগের পর ইহা আরব শিল্পের যাদুঘরে পরিণত হয়। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যাদুঘর বর্তমান গৃহে স্থানান্তরিত হইলে মস্‌জিদটী পরিত্যক্ত হইয়া প্রায়-সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আলকাতাইর দক্ষিণে মুকাত্তাম শৈলের নিকট একটি ইষ্টক নির্মিত মস্‌জিদ ছিল। হাকিম উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেখানে একটি বৃহত্তর ও অধিকতর জাঁকাল মসজিদ নির্মাণ করেন। রশীদ নামক এক ব্যক্তি ঐ স্থানের মালিক ছিল বলিয়া মস্‌জিদটা 'রশীদা' মস্‌জিদ বলিয়া অভিহিত হয়। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আলী ইবনে ইউনুস (Ibn Iunis) অত্যন্ত যত্নসহকারে উহার মেহ্‌রাবের স্থান নির্দ্ধারণ করেন (১০০৩)। দুই বৎসর পরে খলীফা উহাতে ৬০০০ দীনার মূল্যের পর্দা, বাতি ও গালিচা উপহার দেন। অনেক সময় তিনি এখানেই নামাজ পড়িতেন। তাঁহার অর্থে মাক্‌সেও আর একটী মস্‌জিদ ও নদী-তীরে একটি গ্রীষ্মাবাস নির্মিত হয়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু মস্‌জিদ বিশেষতঃ শিয়াদের জন্য ক্রীত মস্‌জিদ

www.ahlehadeethbd.org

সমূহে তিনি পর্দা, মাদুর, কুরআন, রৌপ্যবাতি প্রভৃতি উপহার দেন।

অমিতব্যয়িতা ফাতিমীয়দের প্রধান দোষ। হাকিমের আমলে উহা চরম সীমায় উপনীত হয়। ফোস্তাতের মসজিদে তিনি যে শামাদান দান করেন তাহার ওজন প্রায় ৫ মণ ও তাহার ১২০০ বাতি ছিল। কাযর্দ স্বয়ং বাদ্যধ্বনি সহকারে মিছিল করিয়া উহা মসজিদে লইয়া যান।

পথিপার্শ্বস্থ গৃহগুলির বহির্ভাগের মাস্তাব (পাথরের বেঞ্চ) এমন কি মসজিদের তোরণের উপরিভাগ পর্যন্ত অপসারণ করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত খলিফা মসজিদে ১২৯০ খানা কুরআন দান করেন; এগুলির কয়েকখানা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয় (১০১৩)।

জ্ঞানচর্চা—ইসমাঈলীয়া আন্দোলনের মূলে একটা সুস্পষ্ট মানসিক প্রেরণা ছিল। ফাতিমিয়াদের মধ্যে জ্ঞানচর্চায় মযুজ্জেরই প্রথম ঝোঁক দেখা যায়। মিসর জয়ের পর হইতে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষ উৎসাহ দেন। আল্-হাকিমও আগ্রহভরে জ্ঞানানুশীলনে উৎসাহ দিতেন। ১০০০ খৃষ্টাব্দে তিনি এ উদ্দেশ্যে 'দারুল হিকমা' (জ্ঞান-ভবন) নামে একমহাড়ম্বর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইহাই তাঁহার সর্বাপেক্ষা মৌলিক কীর্তি। শিয়ামত প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও এখানে কবিতা, আইন ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতির্বিদ্যা, শব্দ-বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। ফেকাহ্, কুরআন, হাদীস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দানের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেন। জ্ঞান-ভবনের সঙ্গে একটা চমৎকার পুস্তকালয় সংলগ্ন ছিল; উহার অধিকাংশ পুস্তকই নিকটবর্তী রাজপ্রাসাদ হইতে আনীত হয়। এই পুস্তকাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকিত। বিদ্বানমণ্ডলী ভিন্ন দূরবর্তীস্থান হইতে বহু শিক্ষিত লোক সেখানে সমবেত হইতেন। প্রত্যেকেই রাজ ব্যয়ে প্রয়োজনীয় কাগজ, কালী, কলম, টেবল চেয়ার প্রভৃতি পাইতেন। হাকিম তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট বদান্যতা দেখাইতেন। একবার তিনি সকলকে প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া নিয়া সম্মানজনক পোষাক উপহার দেন।

জ্ঞান-ভবন ১০৮ বৎসর পর্যন্ত জগতে জ্ঞান বিকীরণ করে। ধর্মবিরোধী মত প্রচারের অপরাধে ১১১৯ খৃষ্টাব্দে উজীর অল্-আফজাল উহা বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী অল্-মামুন চারিবৎসর পরে বৃহৎ প্রাসাদের নিকট একটি নূতন জ্ঞান-ভবনের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এখানে কেবল ইসলামের অনুমোদিত বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হইত।

হাকিম শুধু জ্ঞান চর্চায় উৎসাহ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজেও বিদ্যালোচনা করিতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চর্চায় তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দেন। জ্যোতির্বিদ্যায় গবেষণার সুবিধার জন্য এই জ্ঞান-পাগল খলীফা একটি মান-মন্দির নির্মাণ আরম্ভ করেন (১০১৩)। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা সমাপ্ত হয় নাই। তবে মুকাত্তাম শৈলের পার্শ্বে তাঁহার জন্য আর একটি মানমন্দির নির্মিত হয়। উহাই ছিল তাঁহার প্রিয়তম আস্তানা। প্রত্যহ সূর্যোদয়ের পূর্বে ধুসর বর্ণের গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি নিতান্ত নিড়ারম্বর পোষাকে সেখানে গমন করিতেন। মাত্র দুই একজন সহিস তাঁহার অনুগমন করিত। অনেক সময় তিনি একাই মানমন্দিরে গমন করিয়া নির্জনে নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেন। এই জ্যোতির্বিদ্যানুরাগই পরিণামে তাঁহার কাল হয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি জ্ঞানের শহীদ।

নৈতিক সংস্কার—রাজকার্যের জন্য হাকিম দিন অপেক্ষা রাত্রই অধিক পছন্দ করিতেন। সূর্যাস্তের পর তাঁহার দরবার বসিত। বাটয়ারা পরীক্ষার ছলে তিনি অশ্বারোহণে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া গোপনে লোকের মতামত সংগ্রহ ও জীবন-যাপন প্রণালী পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার আদেশে লোকে আলো জ্বালিয়া ক্রয় বিক্রয় করিত। বেশী আলো জ্বালাইয়া খলীফাকে সন্তুষ্ট করার জন্য দস্তুরমত প্রতিযোগিতা চলিত। আরামী মিসরীদের চরিত্রের সহিত এই নৈশ আমোদ প্রমোদ বেশ খাপ খাইত। কিন্তু ইহার ফলে সমাজে বহু অনাচার ঢুকিয়া পড়িল। তজ্জন্য ১০০২ খৃষ্টাব্দে রাত্রে মেয়েদের গৃহত্যাগ নিষেধ করিয়া এক ফরমান জারি হইল। কিছুদিন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরে রাত্রে দোকান পাট খোলাও নিষিদ্ধ হইয়া গেল। পর বৎসর হাকিম স্বয়ং নৈশ ভ্রমণ পরিত্যাগ করিলেন। অন্যান্য লোকও উহা বর্জন করিতে আদিষ্ট হইল।

১০০৫ খৃষ্টাব্দে হাকিম ঘোষণা করিলেন, মেয়েরা অবগুণ্ঠন না পরিয়া রাজপথে বাহির হইতে বা উলঙ্গ হইয়া হাম্মামে স্নান করিতে পারিবেনা। কিছুকাল পরে রাত্রে গৃহত্যাগ একদম নিষিদ্ধ হইয়া গেল। ফলে রাজপথগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িল।

১০১০ খৃষ্টাব্দে খালের পারে আমোদ প্রমোদ করা ও খালের দিকে দরজা জানালা খোলা রাখা নিষিদ্ধ হইল। সাহরায় গান, খেলা ও সভা করা, উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইয়া এবং গায়িকা বালিকা বিক্রয় করা নিষেধ করিয়া আইন জারি হইল। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে খলীফা এমন কি রৌদ্রে বাহির হইলেও প্রহরীদিগকে ঢাক ও করতাল বাজাইতে নিষেধ করিয়া দিলেন

১০১২ খৃষ্টাব্দে রমণীরা জানাযায় শরীক না হইতে ও গোরস্তানে না যাইতে আদিষ্ট হইল। ১০১৪ বা ১০১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহাদিগকে রাস্তায় যাইতে একদম নিষেধ করিয়া দিলেন। তাহাদের স্নানাগারগুলি একদম বন্ধ হইয়া গেল। মুচিরা তাহাদের বাহিরে যাওয়ার জুতা তৈরি না করিতে আদিষ্ট হইল। ফলে কয়েকখানা জুতার দোকান একদম বন্ধ হইয়া গেল। মেয়েদের পক্ষে এমন কি ছাদে যাওয়া দরজা জানালা দিয়া বাহিরে তাকানও নিষিদ্ধ হইল। ফলে কয়েকজন সূতাকাটুনী রক্ষী অনাহারে মারা পড়িল। এই সংবাদ খলীফার কর্ণগোচর হইলে তিনি নিয়ম করিলেন, মেয়েরা দরজায় গিয়া মুখ বা হাত না দেখাইয়া বণিকদিগকে দ্রব্যাদি প্রদান করিতে পারিবে।

একদা 'সুবর্ণ হাম্মামখানা'র নিকট দিয়া গমনকালে হাকিম ভিতরে ভারি হট্টগোল শুনিতে পাইলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, সেখানে মেয়েলোক রহিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ উহার দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে হতভাগিনীরা মারা পড়িল। স্ফূর্তিবাজ মিসরী মহিলাদিগকে বরাবরই কঠোর হস্তে সংযত রাখিতে হয়। তাহাদের লাম্পট্য নিবারণ এই সকল আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য হইলেও জুতা বন্ধ করিয়া কতদূর সুফল লাভ করা যাইতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন। অবশ্য হাকিম আরও কার্যকরী পন্থা অবলম্বন করেন। তাঁহার অনেক দূতী ছিল তাহাদের সাহায্যে তিনি মেয়েদের অভিসার ও গুপ্ত প্রণয়ের সঠিক সংবাদ পাইতেন। সময়-সময় তিনি জনৈক খোজাকে একদল শান্তি রক্ষকসহ ব্যভিচার দমনে প্রেরণ করিতেন। যেখানে অভিসারে যাওয়ার কথা, তাহারা সেখানে লুকাইয়া থাকিত ও মেয়েটা উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাহাকে ধরিয়া নীল নদীতে নিক্ষেপ করিত। কখনও বা খলীফা এরূপ রমণীকে গৃহ হইতে ধরাইয়া আনিয়া নদীজলে নিক্ষেপ করিতেন।

হাকিম ছিলেন কঠোর সংযমী; তাঁহার দৃষ্টান্ত মুসলমান মাত্রেরই অনুকরণীয়। ১০০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকের সমস্ত মদ্যভাণ্ড কাড়িয়া লইলেন। পাত্রস্থ মদ রাস্তায় নিক্ষিপ্ত ও পাত্রগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করা হইল। খলীফা কঠোরভাবে সতরঞ্জ খেলা নিষেধ করিয়া দিলেন। তাঁহার লোকেরা সতরঞ্জের চকগুলি পোড়াইয়া ফেলিল। জেলেরা মেরুদণ্ডহীন মৎস্য বিক্রয় করিবেনা বলিয়া হলফ লইতে বাধ্য হইল।

মাদক নিবারণ আইন আরও কঠোরভাবে প্রযুক্ত হইল। ১০১০ খৃষ্টাব্দে মদ্যপানের অপরাধে একদল খোজা, কেরানী ও পদাতিকের প্রাণদণ্ড হইয়া গেল। কেহ কেহ কিশ্‌মিশ্‌ দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিত; তজ্জন্য খলীফা উহার ক্রয় বিক্রয় নিষেধ করিয়া দিলেন। প্রায় ২৩৪০ বাক্স কিশ্‌মিশ্‌ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইল। এগুলির মূল্য ৫০০ আশ্‌রফি। একবারে দুই সেরের বেশী টাট্‌কা আঙ্গুর বিক্রয় করা, বাজারে আঙ্গুরের দোকান দেওয়া বা আঙ্গুরের রস নিঙড়ানও নিষিদ্ধ হইল। গির্জার দ্রাক্ষালতাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া খলীফা ফলগুলি ষাঁড়ের দ্বারা মর্দন করাইলেন। প্রদেশেও এরূপ করার জন্য আদেশ জারি হইল। আঙ্গুরের ন্যায় মধু দ্বারাও মদ্য প্রস্তুত করা যায়। তজ্জন্য তাঁহার লোকেরা ৫০ কলস মধু ও ৫১ বোতল খর্জুর মদ্য নীলনদীর জলে ঢালিয়া ফেলিল। তাজা খেজুর বিক্রয় নিষিদ্ধ এবং বহু খেজুর সংগৃহীত ও ভস্মিভূত হইল।

www.ahlehadeethbd.org

কথিত আছে এক বণিক তাঁহার সমস্ত অর্থ নিষিদ্ধ ফলের ব্যবসায়ে নিয়োজিত করেন। কাজেই আঙ্গুর বিনষ্ট করায় তাঁহার সর্বস্ব নষ্ট হইয়া গেল। তিনি কাজীর নিকট নালিশ করিলেন। আদালতের পরওয়ানা পাইয়া খলিফা স্বয়ংপক্ষ সমর্থনে হাজির হইলেন। বণিক ১০০০ মোহর ক্ষতিপূরণ দাবী করিলে হাকিম বলিলেন, বাদী যদি হলফ করিয়া বলিতে পারেন যে, মদ্য প্রস্তুতের জন্য ঐ ফল ব্যবহারের উদ্দেশ্য তাহার ছিলনা, তাহা হইলে তিনি তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। বণিক কিন্তু টাকা আদালতে হাজির না করা পর্যন্ত শপথ করিতে রাজী হইলেননা। অবশেষে টাকা আনীত হইলে তিনি হলফ লইলেন। খলীফা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রার্থিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলেন। এ পর্যন্ত কাজী উভয় পক্ষের সহিত সাধারণ মামলাকারীর ন্যায়ই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। এখন তিনি বিচারাসন হইতে নামিয়া খলীফাকে কুর্নিশ করিলেন। হাকিম তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মূল্যবান উপহার দান করিলেন।

গোঁড়ামি সংস্কার—হাকিম ছিলেন উৎকট ধর্মনিষ্ঠ। কাজেই সাধারণতঃ গোঁড়ামির দিকেই ছিল তাঁহার সংস্কার—বিশেষতঃ ধর্মনৈতিক সংস্কারের ঝোঁক। ইস্‌লামের মতে কুকুর ও শুকর চির-নাপাক, কেহ এ-স্পর্শ করিলে অজু না করিয়া নামাজ পড়িতে বা আহার করিতে পারেননা। কাজেই যে সকল কুকুর রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইত, তাহাদের অধিকাংশই রাজাদেশে নিহত হইল (১০০৫)। গেভেরাসের মতে খলীফার গর্ভস্থ কুকুরের উৎপাতে ভীত হওয়াতেই তিনি এই আইন জারি করেন। তাহা ঠিক নহে; প্রকৃতপক্ষে তখনও তিনি গর্দভারোহণের অভ্যাস করেননাই। পূর্বে খলীফাকে 'আমার প্রভু' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে হইত। হাকিম স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণের অল্প পরেই ইহা উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে শুধু 'আমীরুল মু'মেনীন" বলিয়া সম্বোধনের আদেশ দেন। কেহ ইহার অন্যথা করিলে প্রাণদণ্ডের বিধান হয়। ১০১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সম্মুখে মৃত্তিকা চুম্বন এবং তাঁহার হাত বা রেকাব চুম্বনও নিষিদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহার মতে এগুলি ছিল বাইজেন্টাইন দরবারের অনুকরণ ও মুসলমানের অনুপযুক্ত; পক্ষান্তরে 'রাজী আল্লাহু আনহু' (খোদা তাহার উপর প্রসন্ন হউক)। এই আশীষ বাক্য শুধু ধর্মগুরু ও দরবেশের প্রতিই প্রযোজ্য। কাজেই লেখা বা বক্তৃতায় খলীফা সম্পর্কে উহার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইল। তৎপরিবর্তে তিনি "আমীরুল মু'মেনীনের উপর খোদার শান্তি, অসীম অনুগ্রহ আশীর্বাদ" এই দোওয়া ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন।

বিবিধ সংস্কার ও সদাশয়তা—হাকিম ছিলেন একজন বড় দাতা। মস্‌জিদে বিপুল উপহার দান ভিন্ন তিনি দরিদ্রদিগকেও যথেষ্ট নগদ টাকা ও ভূসম্পত্তি দান করিতেন। আলিমরাও তাঁহার বদান্যতায় বঞ্চিত হইতনা। ক্রমাগত তিন বৎসর যাবত নীল নদীর জল বৃদ্ধি না হওয়ায় খাদ্যদ্রব্য দুর্লভ ও দুর্মূল্য হইয়া উঠিল। যাহাতে গোজাতি উৎসন্ন না যায় তজ্জন্য খলীফা নিয়ম করিলেন, ঈদুল আজহা ভিন্ন অন্য সময় কেহ (রুগ্ন ও আহত ভিন্ন) গো হত্যা করিতে পারিবেনা (১০০৫)।

১০০৮ খৃষ্টাব্দে নীলনদীর জল নামমাত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যদ্রব্যের মূল্য ও তৎসঙ্গে লোকের দুর্গতি বাড়িল। আড়তদারেরা বেশী লাভের জন্য শস্য গুদামজাত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া নালিশ হইল। খলীফা স্বয়ং উহার সত্যতা নির্দ্ধারণে বাহির হইলেন। তাঁহার ভৃত্যেরা প্রত্যেকটী গুদামে খানাতল্লাশ করিল। কিন্তু কোথাও শস্য না পাওয়ায় লোকের সন্দেহ নিরসন হইয়া গেল।

পরবৎসরও জলবৃদ্ধি পাইলনা। লোকে দুইবার জামাতে নামাজ পড়িয়া দোওয়া করিল, খলীফা স্বয়ং উহাতে ইমামতি করিলেন। কিন্তু পানি আরও কমিয়া গেল। ফলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিল। খলীফা কয়েক প্রকার কর মাফ করিয়া দিলেন এবং চিহ্ন হিসাবে নদীতে বা নদীতীরে প্রমোদ বিহার, প্রমোদ ভ্রমণ ও গানবাদ্য বন্ধ করিয়া দিলেন।

১০১৩ খৃষ্টাব্দে আবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এবৎসর উজীর জারা বিন-ঈসা-বিন-নেস্তো-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রিয়াস নিহত ও ২১ দিন পরে হুসায়ন বিন তাহির শূর্তা পদে নিযুক্ত হইলেন; তাঁহার উপাধি হইল 'আমীরুল ওমরা'। তিনি সমস্ত আয় ব্যয় হিসাব করিয়া মত দিলেন, খলীফা যেভাবে অবিরত মুক্তহস্তে উপহার বিতরণ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। বস্তুতঃ তাঁহার সদাশয়তা সীমা ছাড়াইয়া যায়। বন্ধুবান্ধবদিগকে তিনি যেভাবে বৃত্তি, জায়গীর ও ভূসম্পত্তি দান করিতেন, পরবর্তীকালে দ্রুজদের পবিত্র গ্রন্থে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা দৃষ্ট হয়। আমীরুল ওমরা এমন কি খলীফার শীল মোহরাঙ্কিত দানের হুকুমও অমান্য করা আরম্ভ করিলেন। হাকিম সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে সস্নেহ ভর্ৎসনা করিয়া টাকা দেওয়ার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন। আমীর টাকা দিতেন সত্য, কিন্তু খলীফার নিকট তাহার একটা পূর্ণ হিসাব দাখিল করিলেন।

কতকটা প্রহসনের মত মনে হইলেও সদাশয়তা সংযোগে তিনি শাস্তিকেও সময় সময় মোলায়েম করিয়া লইতেন। ১০১১ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়লের একহাত কাটিয়া ফেলেন, কিন্তু পর বৎসর তাঁহাকে কায়দ বা প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। ১০১৪ খৃষ্টাব্দে হাকিম তাঁহার অবশিষ্ট হাতখানাও কাটিয়া ফেলিলেন, প্রতিদানে তাঁহাকে ৫০০০ মোহর ও ২৫টি অশ্ব উপহার প্রেরিত হইল। ১০ দিন পরে তিনি তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলিয়া আবার তাঁহাকে উপহার পাঠাইলেন, কিন্তু ইহার ফলে কায়দের মৃত্যু হইল।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে একদল আরব তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে আসে। তাহাদিগকে তিনি ১০০০০ টাকা দানের নির্দেশ দেন। প্রমোদ-পোতের মালিক ও মাঝিমাল্লারা জমিদারী ইনাম পাইত। বনী কোর্রা গোত্রকে তিনি উপহার সহ আলেকজান্দ্রিয়ার জমিদারী দান করেন। বস্তুতঃ এই বেখেয়াল সদাশয়তাই ছিল সারাজীবনে তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের প্রধান অভিযোগ। ইহাতে অনেক সময় সরকারকে ভারী অসুবিধায় পড়িতে হইত।

সুন্নী বিরোধী আইন—নৈতিকতার ন্যায় ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও হাকিম বহু নূতন সংস্কারের প্রবর্তন করেন। ১০০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন গোঁড়া শিয়া; কাজেই তাহাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। 'হযরত আলী বিশেষ ভক্তি পাইতে পারেননা' বলিয়া মন্তব্য করায় সিরিয়ার জনৈক সুন্নী ধৃত ও প্রধান কাজীর আদেশে কারারুদ্ধ হয়। চারিজন ফকীহ তাঁহাকে আলীর ইমামত স্বীকারে প্ররোচিত করার প্রয়াস পান। তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত না হওয়ায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুন্নীদের কেহ কেহ নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ভিন্ন স্বেচ্ছায় সালাতুৎ যুহা বা মধ্য পূর্বাহ্নিক নামাজ আদায় করিয়া থাকেন। শিয়ারা ইহা অনুমোদন করেনা। এই নামাজ পাঠের অপরাধে কায়রোতে ৩১০ জন লোককে ধৃত করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইয়া কশাঘাতের পর কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তিন দিনের পূর্বে হতভাগ্যরা মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। আনওয়ার নামক এক ব্যক্তির ভাগ্য আরও করুণ। প্রকাশ্যে প্রথম খলীফাগণের পক্ষ সমর্থন করায় তাঁহাকে এই ভাবে রাজপথে ঘুরাইয়া শেষে ফাঁসী কাঠে বিলম্বিত করা হয়।

১০০৫ খৃষ্টাব্দে আলী বংশের বিরুদ্ধবাদী লোকদের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ফল, মৎস ও শাকসব্জির ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। মুয়াভিয়া ভালবাসিতেন বলিয়া তিনি মালুখিয়া বা 'ইহুদীর শাক', বিবি আয়শা-প্রবর্তিত বলিয়া জির জির বা সির সির (Water cress) ও খলীফা মুতাওয়াক্কিলের নামে পরিচিত বলিয়া মুতাক্কিলিয়া শাকের ব্যবহার নিষেধ করিয়া দেন। হযরত আলী (রাঃ) অত্যন্ত না পছন্দ করিতেন বলিয়া বীয়ার (ফুকা) প্রস্তুত বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ হয়। মেরুদণ্ডহীন মৎস্য ও দালিনুস নামক এক প্রকার খোলসাবৃত ক্ষুদ্র জলজন্তুও খলীফার কল্যাণে এইভাবে মানুষের তাড়না হইতে রেহাই পায়।

ছায়া দেখিয়া যোহরের ও তৎপরে সূর্য্যাস্তের পূর্ব পর্য্যন্ত আসরের নামাজ পড়ার নিয়ম। বৈজ্ঞানিক খলীফা এই আদিম নিয়মের পরিবর্তে ঘড়ি দেখিয়া দিনের সপ্তম ঘণ্টায় যোহর ও নবম ঘণ্টায় আসরের নামাজ পড়ার নির্দেশ দেন।

www.ahlehadeethbd.org

প্রথম খলীফাগণের প্রতি বিরূপ মনোভাব শিয়া-সুন্নী বিবাদের প্রধান কারণ। ওমরের (রাঃ) কবরে থুথু নিক্ষেপ করায় অনতিকাল পূর্বে একাধিক শিয়া প্রাণ বিসর্জন দেয়। হাকিম আবুবকর, ওমর, ওসমান, তালহা, জুবায়ের, মুয়াবিয়া ও আমর প্রভৃতিকে অভিশাপ দিয়া দোকান, প্রহরী নিবাস ও গোরস্তানের দ্বারে খোদিত লিপি স্থাপন করিলেন। জনসাধারণ স্বর্ণাক্ষরে ও উজ্জ্বল রঙে এই অভিশাপ বাণী দর্শনে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে শিয়া মত গ্রহণে প্ররোচিত করারও চেষ্টা চলিল। দীক্ষা দানের জন্য সপ্তাহে দুইটী দিন নির্দ্ধারিত ছিল। সময় সময় তখন এত লোক জড় হইত যে, কেহ কেহ ভিড়ের চাপে মারা পড়িত।

এই সকল আইন প্রণয়নে উৎসাহিত হইয়া শিয়ারা স্বভাবতঃই আক্রমণশীল হইয়া উঠিল। মরক্কো ও তিউনিসের হাজীরা মক্কা হইতে প্রত্যাবর্তন কালে কায়রোতে বিশ্রাম গ্রহণার্থ অবতরণ করিলে উৎসাহী [illegible] তাহাদিগকে প্রথম খলীফাত্রয়ের বিরুদ্ধে অভিশাপ দানে প্ররোচিত করার প্রয়াস পাইল। ফলে কিছু দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিল। ১০০৬ খৃষ্টাব্দের প্রথমে শিয়ারা মহাড়ম্বরে আশুরা পর্ব উদযাপন করিল। এই উপলক্ষেও তাহাদের আপত্তিকর ব্যবহারে সুন্নীরা খুবই বিরক্ত হইল। "যাহারা বিবি আয়শা ও তাঁহার স্বামীকে অভিশাপ দেয়, তাহাদের পরিণাম এইরূপ হউক।" এই কথা বলিয়া চিৎকার করায় এক ব্যক্তি ধৃত ও ফাঁসী কাষ্ঠে বিলম্বিত হইল।

গোঁড়ামি হ্রাস—লোকের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ দূর করার জন্য হাকিম তাঁহার শিয়া মতের গোঁড়ামি হ্রাস করিয়া আংশিক ভাবে সুন্নী রীতিনীতি প্রবর্তনে মনোনিবেশ করিলেন। ১০০৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম খলীফাত্রয়ের নিন্দাসূচক সমস্ত লিপি মুছিয়া ফেলার জন্য আদেশ জারি হইল। ইহার পরেও যাহারা তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিল, তিনি তাহাদিগকে কোড়া মারিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাইলেন, এবৎসর কাবাগৃহ আচ্ছাদনের জন্য মক্কায় একখানা সাদা গেলাফও প্রেরিত হইল। সুন্নীদিগকে কিছু খাতির করিলেও হাকিম শিয়া গোঁড়ামি একেবারে ত্যাগ করিলেন না। মদ, বীয়ার ও বিবিধ খাদ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা পূর্বের ন্যায়ই বহাল রহিল, লোকে চন্দ্র দর্শনের জন্য অপেক্ষা না করিয়া জ্যোতির্বিদদের গণনালব্ধ দিনে ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ার আদেশ পাইল। সুন্নিরা ইহার সমর্থন করিতে পারিলনা। আজিও তাহারা ইহা অনুমোদন করেননা।

তবে খলীফা মুয়াজ্জিনদিগকে ইচ্ছানুযায়ী শিয়া বা সুন্নী প্রথায় আজান দেওয়ার অনুমতি দিলেন। এ বিষয়ে নালিশ করা নিষিদ্ধ হইল। প্রত্যেক মুসলমানই শিয়া বা সুন্নী রীতিনীতি অনুসরণের এবং প্রথম খলীফাত্রয়ের বা হযরত আলীর নামের পরে যদৃচ্ছ সম্মান সূচক বাক্য যোগ করার স্বাধীনতা পাইল।

১০১০ খৃষ্টাব্দে বীয়ার, সালুখিয়া প্রভৃতি রাখায় বহুলোক ধৃত ও বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। প্রধান মন্ত্রী মনসুর বিন আবদুল আজিজ ছিলেন, হোসায়ন বিন জওহরের মহাশত্রু। তাঁহার প্ররোচনায় হুসায়নের দুই পুত্র ও দুই ভ্রাতা নিহত হইলে তিনি আতঙ্কে পলাইয়া গেলেন। আবদুল আজিজও তাঁহার পদানুসরণ করিলেন। পর বৎসর তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। সালেহ রুদবারির ভাগ্যেও একই দশা জুটিল।

শিয়াদের নিকট হইতে যে সকল বাধ্যতামূলক বা ইচ্ছাধীন চাঁদা আদায় করা হইত, খলিফ তাহা মাফ করিয়া দিলেন। ইস্মাঈলিয়াদের নিয়মিত জ্ঞানসভা উঠিয়া গেল। মুয়াজ্জেনেরা আজানে তসলিম যোগ ও 'সর্বোত্তম কাজে এস' বর্জন করিতে আদিষ্ট হইলেন। লোকে কুনুত ও সালাতুয যুহা পড়ার অনুমতি পাইল। এতদ্ব্যতীত খলিফা রশীদা মসজিদে বহু বাতি ও বাতিদান উপহার দিলেন। ইহাতে শিয়ারা খুব চটিয়া গেল; অথচ সুন্নীরাও খুব খুশী হইতে পারিলনা।

খলীফার কর্মচারীরা মদীনায় গিয়া ইমাম জা'ফর সাদিকের গৃহ খুঁজিয়া একখানা কুরআন, একটী বিছানা, ও কিছু আসবাব পত্র পাইল। দাই খাতকিন শরীফদের প্রদত্ত কর সহ এগুলি মিসরে লইয়া আসিলেন। প্রচুর বখ্শিশ লাভের আশায় অনেক শরীফ তাঁহার সঙ্গে আসিলেন। কিন্তু হাকিম শরীফদের নেতা হিসাবে অধিকাংশ অর্থ নিজের জন্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে সামান্য কিছু দান করায় তাঁহারা তাঁহাকে অভিশাপ দিতে দিতে দেশে ফিরিয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামের আদর্শ

সৈয়দ রশীদুল হাসান (অবসর-প্রাপ্ত বিচা ও সেশন জজ)

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

মানুষের সৃষ্টি

মানুষের আদিপিতা হযরত আদম আলাইহেস্‌-সালামের সৃষ্টি সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে। এবিষয় বিস্তারিত আলোচনা সময় সাপেক্ষ। কোরআন পাকের প্রথম দিকেই সূরত আল বাকারায় (দ্বিতীয় সুরতে) যে কয়েকটি আয়ত আছে আমি এখানে তাহারই আলোচনা করব। তবে আমার শ্রদ্ধেয় পাঠক পাঠিকাদের অনুরোধ করছি, তারা যেন সুরত "আল-আরাফে"র (সপ্তম সুরত) ১১ হইতে ৩৪ আয়াত এবং সুরত তাহা (২০ সুরত) ১১৬ হইতে ১২৩ আয়ত বিশেষভাবে পাঠ করেন। সুরত 'আলবাকারায়' নয়টি আয়ত (৩০ হইতে ৩৯] নিম্নে উধৃত করা হলো :—[৩০] এবং যখন তোমার

وإذقال ربك للملئكة انى جاعل فى الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك' قال انى اعلم مالا تعلمون

রব্‌ [স্রষ্টা ও পালনকর্তা প্রভু] ফেরেস্তাদের বল্‌লেন, "আমি (আল্লাহ) দুনিয়াতে খলিফা (প্রতিনিধি) প্রতিষ্ঠা কর্‌তে যাচ্ছি"। ফেরেস্তাগণ নিবেদন কর্‌ল, (হে প্রভু) "আপনি কি ইহাতে (দুনিয়াতে) ওদের প্রতিষ্ঠা করবেন যারা ইহাতে ফসাদ (অশান্তি) সৃষ্টি করবে এবং রক্ত প্রবাহ (খুন খারাব) করবে? (এদিকেত) আমরা আপনার প্রশংসা এবং পবিত্রতাসহ অর্চনা করে যাচ্ছি" (প্রভু) বল্‌লেন, "তোমরা যাহা জাননা, আমি তাহা জানি"।

وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملئكة فقال انبؤنى باسماء هؤلاء ان كنتم صدقين

(৩) এবং (আল্লাহ) আদমকে সমস্ত জিনিষের নাম পুরা-পুরী (পূর্ণ পরিচয় এবং বৈশিষ্ট্য) শিক্ষা দিলেন অতঃপর তৎসমুদয় ফেরেস্তাদের সাম্‌নে খুলে ধরা হল। তখন আল্লাহ ফেরেস্তাদের বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও (তবে) এই সমস্তের নাম আমাকে বলে দাও"।

قالوا سبحنك لاعلم لنا الا ماعلمتنا' انك انت العليم الحكيم

৩২) (ফেরেস্তাগণ) বল্‌ল, (হেপ্রভু,) আপনার পবিত্রতা ঘোষণা হউক, আপনিই যাহা শিক্ষা দিয়েছেন তার বাইরে আমাদের কোন জ্ঞান নেই। বস্তুতঃ আপনিই জ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল"।

قال يادم انبئهم باسمائهم فلما انباهم باسمائهم قال الم اقل لكم انى اعلم غيب السموات والارض واعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون

৩৩) (আল্লাহ) বললেন, "হে আদম এই সমস্তের নাম এদের (ফেরেস্তাদের) বলে দাও" যখন (আদম) ঐ সমস্তের নাম তাদের (ফেরেস্তাদের) বলে দিল, আল্লাহ বললেন, "আমি কি তোমাদের বলিনাই যথার্থই আমি আস্‌মান এবং জমিনের নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে সর্বজ্ঞাত এবং যাহা তোমরা প্রকাশ কর এবং যাহা তোমরা গোপন কর (সে সম্বন্ধেও)"।

واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس' ابى واستكبر وكان من الكفرين

৩৪) এবং যখন আমরা (আল্লাহ) ফেরেস্তাদের বল্‌লাম, আদমকে সেজ্‌দা সমীহ কর" ইবলিস ব্যতিত সকলই সেজ্‌দা করল। (ইবলিস) অস্বীকার করল, এবং অহংকার করে বল্‌ল এবং যে, অমান্যকারিদের—কাফেরদের মধ্যেছিল।"

(৩৫) এবং আমরা বলিলাম হে আদম তুমি এবং

www.ahlehadeethbd.org

তোমার সহধর্মিনী জান্নাতে শান্তিতে বাস করতে থাক এবং তোমরা উভয়েই উহার (স্বর্গের) যেখান থেকে ইচ্ছা খাদ্য আহরণ কর কিন্তু তোমরা এই বৃক্ষটির নিকটে যেওনা (যদি যাও অর্থাৎ যদি এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ কর) তাহলে তোমরা যালেমদের গোনাহগার পাপীর) পর্যায়ভুক্ত হয়ে যাবে।"

وقلنا يآدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظلمين

৩৬) অতঃপর শয়তান (ইবলিস) জান্নাত থেকে তাদের—উভয়ের পদস্খলন ঘটাল এবং যেখানে তারা ছিল সেখান থেকে তাদের উভয়কে বহিষ্কৃত করে দিল এবং আমরা (আল্লাহ) বললাম "বের হয়ে যাও তোমরা একে অপরের শত্রু এবং তোমাদের জন্য দুনিয়াতে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য অবস্থিতি এবং কিছুকাল উহার (দুনিয়ার) সুখ সাচ্ছন্দ উপভোগ নির্দ্ধারিত করা হলো।"

فازلهما الشيطن عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر ومتاع الى حين

৩৭) তারপর আদম তার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর কাছ থেকে কিছু "কলেমা" বা দোয়ার 'কলকীন' গ্রহণ করল; তখন (তার প্রভু) তার প্রতি (আদমের প্রতি) প্রত্যাবর্ত্তন করলেন—দয়া পরবশ হলেন। বস্তুতঃ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যাবর্ত্তন কারী দয়ালু।"

فتلقى آدم من ربه كلمت فتاب عليه انه هو التواب الرحيم

৩৮) আমরা (আল্লাহ) বললাম "তোমরা সকল এখান থেকে—এই অবস্থা থেকে বের হয়ে যাও, তারপর যখন আমার নিকট হতে তোমাদের কাছে হিদায়ত (পথ প্রদর্শনীয় আদর্শ) পৌঁছবে, যারা সেই হেদায়ত অনুসরণ করবে, তাদের কোনই ভয়-ভীতি নাই এবং তারা অনুতপ্তও হবেনা।"

قلنا اهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون

৩৯) এবং যারা (ইহা) অস্বীকার করবে এবং আমাদের নিদর্শনসমূহ কে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে, তারা নরক বাসী হবে এবং নরকেই তারা চিরকাল বাস করবে।"

والذين كفروا وكذبوا بايتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خلدون

উধৃত আয়াত কতিপয়ের 'তফ্‌সীর' বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা সময়-সাপেক্ষ। আমি সেই ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হতে চাইনা এবং আমার বর্তমান আলোচনার জন্য বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাও আমি মনে করিনা। মোটামুটি যে অর্থ উপরে দেওয়া হলো তা থেকেই আদমের—অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি, তার উদ্দেশ্য এবং সৃষ্টির আনুসঙ্গিক ঘটনাবলির উপর যথেষ্ট আলোকপাত হয়। উধৃত পবিত্র আয়াতসমূহে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য যেসমস্ত বিষয়বস্তু রয়েছে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা আমার আলোচ্য বিষয়ের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বলে আমি এখানে ধারাবাহিকভাবে তার উল্লেখ করছি।

১। আল্লাহ 'রব্বুল-আলামীন' নিজেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁরই খিলাফাত বা প্রতিনিধিত্ব করে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে।

২। সম্মানের দিক দিয়ে মানুষের স্থান ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতেরও উর্দ্ধে। ফেরেস্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল আদমকে সেজ্‌দা বা সমীহ করতে এবং তারা (ইবলিস ব্যতীত) সকলেই আদমকে সেজ্‌দা করেছিল।

৩। সৃষ্টির পর পরই আদমকে পূর্ণ 'এল্‌ম' বা যাবতীয় শিক্ষা এবং সর্ববিধ জ্ঞান দান করা হয়েছিল এবং ইহাই ছিল তার সম্মানের অন্যতম কারণ।

৪। ইব্‌লিস আল্লাহর একটি মাত্র নির্দেশ অমান্য করায় এবং অহংকার করায় অভিশপ্ত এবং বেহেস্ত হ'তে বিদূরীত হয়েছিল। যারা আদম এবং তাঁহার পত্নি মা হাওয়াও অনুরূপ একটি নির্দেশ অমান্য করায় অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত হয়ে বেহেস্ত হতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

৫। ইব্‌লিস আদমের তথা মানবজাতির চিরশত্রুতে পরিণত হলো।

www.ahlehadeethbd.org

৬। বেহেস্ত হতে বহিস্কৃত এবং অতীব অনুতপ্ত আদম 'কলেমা' বা 'দোয়া' শিক্ষা গ্রহণ করে নিল এবং তৎপর আল্লাহ আদমের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাকে ক্ষমা করলেন এবং আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দান করলেন যে, ভবিষ্যতে যুগে যুগে তোমাদের কাছে আমার হিদায়ত আগমন করতে থাকবে। অতএব যারা সেই হেদায়ত অবলম্বন করে চলবে তাদের কোনই ভয়ভীতি নেই, পক্ষান্তরে যারা তা অমান্য করবে তাদের ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আয়াত কয়েকটি অবলম্বনে যে সমস্ত বিষয়বস্তু উপরে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো, তা থেকে ইহ পরিস্কারভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, মানুষের সৃষ্টি একটা বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক, তার পার্থিব জীবনের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং আদর্শ রয়েছে। স্রষ্টা যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার পার্থিব জীবনে তাকে সেই উদ্দেশ্য সাফল্য মণ্ডিত করতে হবে এবং তবেই সে ইহকালের এবং পরকালের সাফল্য—কামীয়াবী বা ফালাহ অর্জন করতে পারবে।

এসমস্ত আলোচনা হতে আমি ইহাই দেখাতে চাই যে, ইসলামের আদর্শ একটি অতি ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট আদর্শ এবং ইহার মূলে রয়েছে 'আদমের' অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টির ইতিবৃত্তি।

পূর্বেই বলা হয়েছে সৃষ্টির পর পরই আদি পিতা হযরত আদমকে সমস্ত বিষয় এবং সমস্ত জিনিষের পূর্ণ 'ইল্‌ম' বা জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এমন কি প্রত্যেক জিনিষের বৈশিষ্ট পর্যন্ত তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। সেইসূত্রেই তার বংশধর মানুষের মধ্যে ঐসমস্ত জ্ঞান এবং শিক্ষা নিহিত রয়েছে এবং উৎকর্ষ সাধনের ফলে তাহা পরিস্ফুটিত হয়।

দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, হজরত আদম সন্তান সন্ততি নিয়ে বসবাস করতে থাকেন। তিনিই ছিলেন সেই প্রাথমিক যুগের নবী এবং তাঁকে যে হিদায়ত' দান করা হয়েছিল তাহাই ছিল সেই যুগের জীবন-আদর্শ এবং তখনকার জন্য ইহাই ছিল যথেষ্ট। মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমোন্নতির সংগে সংগে তাদের হিদায়ত বা আদর্শেরও উন্নতি সাধন অপরিহার্য ছিল। তাই স্থানে স্থানে এবং যুগে যুগে নবী এবং রসূল, মানুষকে পথ প্রদর্শন করার জন্য হিদায়ত নিয়ে আগমন করেছেন। বর্তমান যুগে যখন মানুষ উন্নতির শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে, সৃষ্টিকর্তা প্রভু, তার প্রিয় রসূল—নবী সম্রাট, রহমতুল-লিল আলামীন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সেই হিদায়ত বা আদর্শকে পূর্ণতা দান করেছেন।

আজকের দিনে, اليوم اكملت لكم دينكم আমি তোমাদের জন্য واتممت عليكم نعمتي তোমাদের দীন বা ধর্ম ورضيت لكم الاسلام دينا পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের উপর আমার 'নেয়ামত' নিঃশেষ করে দিয়েছি এবং দীন বা ধর্ম হিসেবে ইসলামকেই আমি তোমাদের জন্য মনোনীত (পছন্দ) করে নিয়েছি। (৫:৩)

বিশ্বনবীর মহাব্রতের পরিপূর্ণতা এবং সাফল্য সম্বন্ধে দ্বিধাহীন ভাষায় এই মহান ঘোষণাটি অতি গৌরবময় এবং গুরুত্বপূর্ণ। নবুওতের ২৩টি বৎসরের সাধ্য সাধনার পর নিজ জীবনব্রতের পরিপূর্ণতা আল্লাহর নেয়ামত এবং সন্তুষ্টির এই মহা বাণীটি বিশ্বনবীর জন্য যেমন সুখ-প্রদ ও উৎসাহদায়ক ছিল, তেমনি ছিল উহা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘোষণাটি দ্বারা চিরতরে ইহাই প্রতিপন্ন হলো যে, দীন বা ধর্ম, অপর কথায় পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ—পরিপূর্ণ এবং আল্লাহর একমাত্র অনুমোদিত শেষ ব্যবস্থা। ইহাই সর্বকালের জন্য স্বয়ং সম্পূর্ণ জীবনব্যবস্থা এবং পূর্বাপর অন্যান্য সকল ব্যবস্থাই বাতিল।

তিনিই (আল্লাহ) যিনি هو الذي ارسل رسوله তার রসূলকে হিদায়ত بالهدى ودين الحق এবং 'দীনে হক' সত্য- ليظهره على الدين كله সনাতন জীবন-ব্যবস্থা وكفى بالله شهيدا দিয়ে পাঠিয়েছেন অন্যান্য সমস্ত দীনের উপর (জীবন ব্যবস্থার উপর) জয়যুক্ত করতে এবং সাক্ষ্যদাতা হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। (আল-ফতহ—৪৮ : ২৮)

আলোচ্য ঘোষণাটি সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করার

www.ahlehadeethbd.org

সতীত্বের তেজঃ

—আফতাব আহমদ রহমানী এম, এ

প্রথম পর্বঃ

আব্বাসীয় বংশের খলিফা মামুনের নাম ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই জানা আছে। এঁর যুগকে ইসলামের Golden ase বা স্বর্ণ যুগ বলা হয়। এ যুগে সিসিলি বিজিত হয়। মামুনের পরাক্রম এতই প্রবল ছিল যে, মধ্য এশিয়ার তুর্ক, তিব্বতের বৌদ্ধ, ভারতের হিন্দু এমন কি সুদূর ইউরোপের গ্রীক জাতিও তাঁর পরাক্রমে অহরহ কম্পিত ছিল। কিন্তু মামুন শুধু বীরই ছিলেন-না। বীরত্ব অপেক্ষা জ্ঞান প্রিয়তার জন্যই তিনি সমধিক খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর "বয়তুল-হিকমাহ" নামক দরবার শত শত কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মান মন্দিরে তাঁর রাজ্য ভরপুর হয়ে উঠেছিল। সর্বপরি সুশাসন ও ন্যায় বিচারের জন্য মামুনের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এ মহিমা-মণ্ডিত খলিফার সন্তানাদির মধ্যে আব্বাসই ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। শাহজাদার সখ হল তিনি শিকারে যাবেন। এ খবর শুনা মাত্রই চতুর্দিকে ছুটাছুটি পড়ে গেল। বন্ধু বান্ধব, ভক্ত ও অনুরক্তের দল যথোপোযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ও বেশভুষায় সজ্জিত হয়ে ছুটে আসলেন শাহ-জাদার সঙ্গে মৃগয়ায় যাবার জন্য। শাহজাদা বহু শিকারী কুকুর ও বাজপাখী এবং একটী ছোটখাট্ট সৈন্যদল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আনন্দ ও উৎসাহ যেন উপড়ে পড়ছে। সবাই আহ্লাদে আটখানা। শাহজাদা তেজস্বী ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করেই তাকে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করতে লাগলেন। বারংবার আঘাতে উত্যক্ত হয়ে অশ্ব-রাজ পবন বেগে ধাবমান হল। সহচরেরা অনেক পশ্চাতে পড়ে গেল। শাহজাদা ঘোড়ার গতি হ্রাস করতঃ সঙ্গীদের সহিত মিলিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করার অভিলাষ করলেন। কিন্তু তাঁর বাসনা পূর্ণ হলনা। ক্রুদ্ধ ঘোড়া ছুটেই চলল। শাহজাদা যতই ঘোড়াকে বাগ মানাতে চান, ঘোড়া ততই বেগে ছুটে যায়। এমন ভাবে ছুটতে ছুটতে অবশেষে এক খোর-স্রোতা নদীর তটে এসে ঘোড়ার গতি রুদ্ধ হল। এতক্ষণে যুবরাজ হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। শ্রান্ত যুবরাজ একটুখানি বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত স্থানের খোঁজে এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সৌভাগ্য বশতঃ অদূরে একখানি পর্ণকুটীর তাঁর দৃষ্টি-গোচর হল। শাহজাদা অশ্ব-বল্গা ধারণ পূর্বক পদব্রজে সেদিকে যেতে লাগলেন। গৃহের নিকটবর্তী হয়ে তিনি গৃহকর্তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "খুব শ্রান্ত পথিক আমি, কিছুক্ষণের জন্য এখানে বসে বিশ্রাম করতে পারি কি? কিন্তু গৃহে কোন কর্তা ছিল না, তাঁর উত্তর দিবে কে? এ গৃহে যিনি বাস করতেন, তিনি একজন যুবতী বিধবা। তাঁর নাম মুগীরা। একটী মাত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তান সহ তিনি এগৃহে বাস করেন। মাত্র মাস কয়েক পূর্বে প্রথম শিশুর জন্মদাতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। সে অবধি মুগীরা

অনেক কিছুই রয়েছে। ঘোষণাটিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি দাবী করা হয়েছে। প্রথমটি হলো ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফলে অন্যান্য যাবতীয় দীন বা জীবন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে দুনিয়ার মানব মণ্ডলীর জন্য ইসলামই আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন হলো। দ্বিতীয়, এই জীবন-ব্যবস্থার উপরই আল্লাহর সমস্ত নেয়ামত—অনুগ্রহ নিঃশেষ করা হলো। এই দুটি দাবী অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং ইহা প্রতিপন্ন করাই হচ্ছে আমার এই আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। বারান্তরে ইহা আলোচনা করার দৃঢ় আশা আমি পোষণ করি ইন্‌শা আল্লাহ।

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এনির্জ্জন বনে আর কোন দিন পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনেন-নি। হঠাৎ আজ পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে তিনি একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বাতায়ন পথে লক্ষ্য করে দেখলেন, এক অপূর্ব রূপবান যুবক কারও আগমন প্রতিক্ষায় বাড়ীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, বাড়ী হতে কোন উত্তর আসছেনা দেখে যুবক এবার কাতর কণ্ঠে আশ্রয় প্রার্থনা করল। যুবরাজের করুণ কণ্ঠস্বর যখন নদী তীর প্রতিধ্বনিত করে মুগীরার কর্ণ-কুহরে পৌছল তখন কোমলমতি মুগীরা আর থাকতে পারলেন না। স্বীয় সহায়হীনতা ও দুর্বলতা সত্বেও তিনি গৃহের বাহিরে এসে অতিথিকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন।

মুগীরার অনুমতি ক্রমে যুবরাজ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক বিশ্রামার্থে উপবেশন করলেন। ওদিকে মুগীরা অতিথির সেবার জন্ত সুগন্ধি পানীয় প্রস্তুত করে নিয়ে আসলেন। যুবরাজের শুষ্ক কণ্ঠনালী এতক্ষণে ভিজল। তাঁর শ্রান্তি দূর হল, তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন। সুখকে আমরা সবাই ভালবাসি। একটুখানি সুখে কাল যাপন করার জন্তই ত' আমাদের সব জদ্দও জেহাদ, সুখকে আমরা সব সময় আল্লাহর নেয়ামত আর দুঃখকে আল্লাহর গজব বলে মনে করে থাকি। কিন্তু অনেক সময় সুখ যে অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর দুঃখের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত থাকে একথা আমরা মোটেই ভাবতে পারিনা। তাই অজ্ঞ মানুষ আমরা সামান্ত একটু দুঃখ হলেই অধীর হয়ে পড়ি আর আলেয়া সম সুখের জন্ত ব্যাকুল হয়ে যাই। সুখের মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে, না দুঃখের মধ্যে একমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহ ছাড়া তা, কেউ বলতে পারে-না। যে যুবরাজ মাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে এক গ্লাস পানি ও উপবেশন নিমিত্ত একটু খানি আসনের জন্ত তারই রাজ্যের একটী দীনাতিদীন পর্ণকুটীর বাসিনী মেয়ে মানুষের নিকট ভিক্ষার হস্ত সম্প্রসারিত করেছিলেন, ক্লান্তি দূর হওয়ার পর তিনি আশ্রয় দাত্রীর প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, রমণী অনিন্দ্য সুন্দরী, তাই অপলক নেত্রে তাঁরদিকে তাকিয়ে থাকলেন। মুগীরা রাজের এ দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পারলেন। এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সহসা তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। কিন্তু সমস্ত শক্তির শক্তিকেন্দ্র যিনি, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল অসহায়ের সহায় যিনি, তাঁর নাম স্মরণ করে সাহসে বুক বাঁধলেন।

এদিকে রূপমুগ্ধ শাহজাদা রমণীর সহিত আলাপ করার মানসে তাঁকে তাঁর স্বামীর কথা জিজ্ঞেস করলেন। শাহজাদার প্রশ্নে স্বামী বিরহ-কাতরা সাধ্বীর শোক-সিন্ধু উদ্বেলিত হয়ে উঠল। বহু কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করে তিনি শাহজাদাকে নিজের শোচনীয় দুঃখের কাহিনী সংক্ষেপে নিবেদন করলেন। রমণীর আশ্রয়-হীনা হওয়ার কথা শুনে শাহজাদার সাহস সপ্তাকাশে উঠ্‌ল। তিনি নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে রমনীর নিকট হৃদয় বাসনা জ্ঞাপন করলেন। যুবরাজের মনোবাসনা পূর্ণ করলে যে তিনি বিরাট মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি খলিফা মামুনের পুত্রবধু এবং খলিফার মৃত্যুর পর সে সম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী হবেন, সে প্রলোভন দিতেও তিনি কসুর করলেন না।

মুগীরা আরও ধৈর্য ধরে থাকলে আব্বাস হয়ত' আরও প্রেমের কথা বলত, আরও প্রলোভনের ফিরিস্তি বাড়াত। কিন্তু তা, আর হল না। সাতী-সাধ্বী রমণী ক্রোধ-বিকম্পিত কণ্ঠে বলে উঠ্‌লেন, "শাহজাদা, মহাগ্রন্থ আলকুরআন যে কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলে জলদগম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেছে, খলিফা মামুনের ন্যায় ধার্মিক নরপতির পুত্র-হয়ে তুমি কেমন করে সে ঘৃণিত কাজে এক অসহায় রমণীর সম্মতি প্রার্থনা করছ? তোমার কি বিন্দুমাত্র আল্লাহর ভয় নেই? তুমি কি এতই নির্লজ্জ? যার আশ্রয়ে এখানে এসেছ তাকেই দংশন করতে চাও? কত বড় অকৃতজ্ঞ নররূপী কালসর্প তুমি! যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে তোমার পাপবাসনাকে সংযত কর, যাও, আমার সম্মুখ হতে এক্ষণি দূর হও। তোমার ন্যায় নরপিশাচের দর্শনও পাপ।"

দুর্বলের প্রতি সবলের অন্যায় আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। যুক্তি যতই অকাট্য হোক ক্ষমতা না থাকলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তুমি যত বড় হকদারই হওনা কেন ক্ষমতা না থাকলে তোমাকে

www.ahlehadeethbd.org

ভোগ দখল হতে বঞ্চিত হতে হবে। বর্তমান জগতে কাশ্মীর ও ফেলিস্তিনের প্রশ্ন এর জলন্ত প্রমাণ, তাই নিঃসহায় ও অবলা মুগীরার সব যুক্তি, সব তিরস্কার ব্যর্থ হয়ে গেল। কামার্ত-যুবক যখন দেখ্‌ল যে, অনুরোধ নিষ্ফল, তখন সে বল প্রয়োগ করে নিজের কাম বাসনা চরিতার্থ করতে উদ্যত হল। বিধবার প্রতি হস্ত প্রসারণ করা মাত্রই তিনি সবেগে গৃহ হতে বহির্গত হয়ে নদী তীরে উপস্থিত হলেন। যুব-রাজও তাঁর পিছনে ছুট্‌লেন। সতীত্ব রক্ষার আর কোন উপায় না দেখে সতী নারী ক্ষিপ্রতার সাথে আব্বাসের-কণ্ঠ চেপে ধরে সজোরে ধাক্কা দিলেন। যুবরাজ ভূপতিত হয়ে পড়লেন। তিনি এতক্ষণে বুঝতে পারলেন :

اذا يئس الانسان طال لسانه

كنسور مغلوب يصول على الكلب

অনুরোধ উপরোধে কাজ হবে বলে মানুষের যখন কোন আশাই বাকী থাকে না তখন তার যবান দরাজ হয়ে পড়ে। যেমন পরাজিত বিড়াল কুকুরের সাথে যুদ্ধে বিজয় লাভের কোন আশা নেই দেখে, বিরাটকায় কুকুরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে মুষ্টিমেয় মুসলিম সৈন্য বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনীকে নেস্তনাবুদ করে দিয়েছে। আজ যদি মুগীরা সেই ঈমানের তেজে বলিয়ান হয়ে যুব-রাজকে ভূপাতিত করে তবে তাতে আর আশ্চার্যের কি আছে? সম্ভবতঃ মুগীরা যুব রাজের সাথ চিরদিনের জন্য মিটিয়ে দিতেন। কিন্তু সহসা অদূরে তিনি অশ্ব-পদধ্বনি শুনতে পেয়ে সে দিকে তাকালেন। দেখলেন, একদল অশ্বারোহী সৈন্য যেন কারও সন্ধানে বেরিয়েছে এবং ক্ষিপ্রতার সহিত তাঁর দিকে আগুয়ান হচ্ছে। পর্দানশীল তিনি—তাই শীগ্‌গীরই শাহজাদার কণ্ঠ ছেড়ে দিয়ে গৃহে গমন করলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিত শাহজাদা গায়ের ধূলা ঝেড়ে অনুচরদের সহিত এমনি ভাবে গিয়ে মিশ্‌লেন যেন কিছুই হয়নি। শাহজাদাকে সহি সালামত দেখে অনুচরদের খুশীর সীমা রইল না। সকলে মিলে আনন্দের সাথে শিকার কার্য সম্পাদন করে—রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

একজন দিনহীনা রমণীর নিকট এ ভাবে অপমানিত হয়ে আব্বাসের হৃদয় সব সময়ই প্রতিহিংসানলে জ্বলতে ছিল। তাই রাজধানীতে ফিরে গিয়ে তিনি এর উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করার জন্য কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর ষড়যন্ত্রে বিধবার একমাত্র সম্পত্তি পর্ণকুটীর খানি বাজেয়াফ্‌ত হয়ে গেল। শাহজাদার ইঙ্গিতে তাঁর অনুচরেরা বিধবাকে সেখান হতে বিতাড়িত করে দিল। বিধবার করুণ ক্রন্দনে পাষানদের কারও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হলনা। হতভাগিনীর গর্ব খর্ব হয়েছে দেখে আব্বাসের হৃদয় জ্বালা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হল।

পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে খলিফা আলমামুন রাজকার্য নির্বাহ করছেন। প্রবল-পরাক্রমশালী খলিফার সামনে চোখ তুলে দেখবে কার সাধ্য? উজির-নাজির প্রভৃতি সভাসদরা সবাই যেন থরথর কাঁপ। বাঁদী-দাসী চাকর নকর সবাই স্ব স্ব স্থানে করজোড়ে দণ্ডায়মান। গোটা মজলিসে একটা থমথমে ভাব। এমন সময় এক অতুল রূপলাবণ্যবতী মহিলা দরবার গৃহের সামনে উপস্থিত। ক্রোড়ে তাঁর এক দুগ্ধপোষ্য শিশু। প্রহরীদের শত নিষেধ সত্ত্বেও গজগজ করে তিনি দরবারের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। খলিফাকে কোন প্রকার শিষ্টাচার প্রদর্শন না করেই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে করতে বললেন, "মহামান্য খলিফা, ব্যক্তি বিশেষের লালসার বেদীতে সতীত্ব-ধন উৎসর্গ করতে পারিনি বলে এ বিধবার একমাত্র আশ্রয়স্থল পর্ণ-কুটীরখানি রাজ সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আমার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার যথোচিত প্রতিকার করুন। অন্যথায় আমি মহাবিচারের দিনে সমবেত জনমণ্ডলীর সমক্ষে আপনার বিরুদ্ধে আল্লাহতাআলার নিকট নালিশ করব।"

বিধবার দৃঢ়কণ্ঠের ফরিয়াদ শুনে খলিফা বিস্ময়াবিষ্ট, তিনি নিজকে সামলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ দুরাত্মা তোমার প্রতি ঈদৃশ অত্যাচার করেছে। আমি সে পাপিষ্ঠের নাম শুনতে চাই।" বিধবা কিছুক্ষণ নতমুখে থেকে শেষে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বললেন, আপনার নিকট উপবিষ্ট আপনারই পুত্র—যুবরাজ আব্বাস।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমস্ত দরবারে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। খলিফা হতে বাঁদী-দাসী পর্যন্ত সবাই থ মেরে বসে থাকলেন। কেউ কারো দিকে মুখ তুলে চাওয়ার সাহস করল না। একি কথা স্বয়ং যুবরাজ যে আসামী! সকলেরই অন্তরাত্মা এক অশুভ পরিণামের ভয়ে থর-থর করে কেঁপে উঠল। সবাই জানত খলিফা অত্যন্ত ন্যায়-বিচারক। তাই আসামী যুবরাজ হলেও তিনি এর যথোপোযুক্ত শাস্তি না দিয়ে ছাড়বেন না।

এদিকে খলিফার মুখ মণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। ক্রোধে তাঁর হৃদয়-শোণিত উষ্ণ হয়ে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ আব্বাসকে স্বীয় আসন ত্যাগ করে বাদিনীর নিকট দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ দিলেন। খলিফার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি অগ্রাহ্য করা যুবরাজের পক্ষে সম্ভব ছিল না তাই একটু ইতস্ততঃ করলেও অবশেষে বিধবার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই যুবরাজ আত্মপক্ষ সমর্থন করতে লাগলেন। তিনি অপরাধ অস্বীকার করলেন বটে কিন্তু তাঁর অস্ফুট ভাষা ও কণ্ঠস্বরের কম্পনই প্রতিপন্ন করল যে, তিনি দোষী।

পক্ষান্তরে যুবরাজের দোষ অস্বীকৃতির কথা শুনে মুগীরা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে আব্বাসকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "শাহজাদা, জানি আপনি খলিফার পুত্র এবং সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, কিন্তু আপনি স্বীয় কর্তব্য-বিস্মৃত হয়ে প্রাজাপত্নীর সর্বনাশ সাধনে লিপ্ত হয়েছিলেন; এখন আবার মিথ্যা কথা বলে সে পাপের বোঝা আরও বৃদ্ধি করছেন। আপনি এতদূর দুঃশীল হয়ে উঠেছেন যে, সে দিন শিকারে গিয়ে আমার গৃহপার্শ্বে নদীর তীরে আমার অঙ্গে হস্তার্পণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার প্রত্যুপন্নমতিত্বের বলে আমি আপনাকে ভূপাতিত করে ফেলেছিলাম। যদি আপনার অনুচরেরা তখন সেখানে উপস্থিত না হত তবে আজ আমাকে দরবারে হাজির হয়ে বিচার প্রার্থিনী হতে হত না। আমি আপনার হাত পা বেঁধে আমার গৃহে ফেলে রাখতাম এবং আপনার মুক্তির জন্য স্বয়ং খলিফাকে আমার গৃহে গমন করতে হত। কিন্তু কি আশ্চর্য! এরূপ জঘন্য কীর্তি করেও আপনার তৃপ্তি হয়নি। আপনি আমার পর্ণ-কুটীর খানাও বাজেয়াফ্‌ত করিয়েছেন। জিজ্ঞেস করি, কোন্ সাহসে আপনি এ জঘন্যতম কর্ম করেছেন? আপনি কি জানেননা যে, আমি বারমাকী বংশোদ্ভূত? আব্বাসীয় খলিফারা তাদের গৌরব নাশ করতে সমর্থ হলেও তাঁদের মহিলাগণ এখনও এমন চরিত্রহীনা হয়নি যে, কারও কামাগ্নিতে ইন্ধন যোগাবে। সতীত্ব তাঁদের নিকট এতই মূল্যবান যে, তার মোকাবেলায় তাঁরা সমস্ত আব্বাসীয় সাম্রাজ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন।"

মুগীরার তেজোদৃপ্ত কণ্ঠের আওয়াজ শুনে আসামীর দুর্বল হৃদয় আরও দুর্বলতর হয়ে গেল। তাঁর মুখ দিয়ে আর কোন কথাই ফুটল না। খলিফা বলে উঠলেন, "আব্বাস, তুমি যে দোষী এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তোমার অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর। তোমাকে এ অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড গ্রহণ করতেই হবে। রাজপুত্র বলে আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারব না।"

অপরাধের গুরুত্বের কথা চিন্তা করে আব্বাস হতাশ হয়ে গেলেন। তিনি ভয়ে কাঁপতে মাটীতে বসে পড়লেন। সভাসদগণ যুবরাজের এ করুণ অবস্থা দর্শনে শোকাকুল হয়ে পড়লেন। তাঁরা একযোগে যুবরাজের তরফ হতে মুগীরার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য—সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। কোমলমতি, উদারহৃদয়া মুগীরার হৃদয় তাঁর সর্বস্ব হরণ কারীর বিপদ দেখে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল। তিনি সব কিছু ভুলে গিয়ে বিনা শর্তে যুবরাজকে ক্ষমা করলেন। সভাসদেরা বিস্মিত ও প্রফুল্ল হৃদয়ে মুগীরার প্রশংসা করতে লাগল। খলিফার আদেশে তৎক্ষণাৎ তাঁর বাজেয়াফ্‌ত গৃহ ফেরৎ দেওয়া হল। তা, ছাড়া রাজধানীতে একটী প্রাসাদ ও মুদ্রা-পূর্ণ পাঁচটী বৃহৎ তোড়াও তাঁকে উপহার দেওয়া হল। সেদিনের জন্য সভা ভঙ্গ হল। দিবা গেল, রজনী আসল; ক্রমে রাত্রি অধিক হতে অধিকতর হয়ে চলল, কিন্তু খলিফার চোখে ঘুম আসল না। তিনি শুধু ভাবতে

www.ahlehadeethbd.org

ইকবাল ও সুন্নতে রসূল

—ইব্নে সিকান্দর

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইকবাল জন্ম গ্রহণ করেন। তার জন্মের মাত্র ১৫।১৬ বৎসর আগে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন ক'রে ফেলল। সীমান্তে মুজাহিদ আন্দোলন পাক-ভারতের ইসলামী পুনর্জাগরণের যে প্রতিশ্রুতি ইসলামানুগ জনসাধারণ এবং আলেম সমাজের মধ্যে জাগ্রত করেছিল, ১৮৬৪ সালের আম্বালা ট্রায়ালের প্রতিক্রিয়া এবং আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত সকল মুসলমানের উপর ইংরেজ সরকারের বে-পরোয়া দমননীতি—জেল, ফাঁসি, কালাপানি, সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি এবং বহুবিধ উপায়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার ফলে মুসলমানের অন্তরে এক দারুণ অবসাদ এবং হতাশার ছায়া নেমে আসল। এক আত্মঘাতী হীনমন্যতা এবং কর্মবিমুখতা মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে জরাগ্রস্ত ক'রে ফেলল। মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের কবিতা ও সাহিত্যের সুরে এই নৈরাশ্যের ছাপ কেবল গৌরব-দীপ্ত অতীতের জন্য বিলাপ রোদনে পর্যবসিত হয়ে উঠল।

ইকবাল ঠিক এমনি সময় তাঁর দার্শনিক ও প্রজ্ঞা-বিভূষিত মন এবং সূক্ষ্মদ্রষ্টা সন্ধানী চক্ষু নিয়ে এই বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। মানব মনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা—মানুষের আদি কোথায়, গতি কোন পথে, লক্ষ কোথায়, অফুরন্ত সম্ভাবনার বীজ মানব মনের বিকাশ ও সার্থকতা কিসে এবং কোন উপায়ে সম্ভব, ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁর ভাবুক অন্তরকে স্পর্শিত, দোলায়িত এবং দিক্ হতে দিগন্তরে ও ভাব হতে ভাবান্তরে ছুটিয়ে চলল।

দেশের পড়া শেষ ক'রে তিনি বিলাত গেলেন—বিলাত থেকে জার্মানীতে জ্ঞানের সন্ধানেই গমন করলেন। পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি ডুব দিলেন আর রাজনীতির সব রকম আদর্শ ও ব্যবস্থার খোঁজ নিলেন। কিন্তু তাঁর তৃষিত হৃদয় শীতল বারি-সিঞ্চনের পরশ পেলনা। হতাশ হৃদয়ে খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে আবে-হায়াত বা মৃত সঞ্জীবনী ও অমৃত নিস্যন্দীর সন্ধান পেলেন আল্লাহর শাশ্বত কালাম কোরআন মজীদে, পথ চলার প্রেরণা ও শক্তির সন্ধান পেলেন রসূলুল্লাহর (দঃ) পাক-পুত জীবনে।

ইকবাল ঘোষণা করলেন, মুসলমানকে সত্যিকার ভাবে—বাঁচার মত বাঁচতে হ'লে কোরআনকে অবলম্বন করেই বাঁচতে হ'বে। তাঁর জিন্দেগীর সচলতা এবং সফলতা কোরআনের অনুসরণের উপরই নির্ভরশীল। কোরআনকে বাদ দিয়ে তার বাঁচার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আর কোরআনের বাহক রসূলুল্লাহই (দঃ) হচ্ছেন আমাদের পথ প্রদর্শক। তাঁর কল্যাণেই জগতের বুকে উম্মতে মুসলিমার সম্মান, তাঁরই নামের বরকতে আজও মুসলমানের অন্তরে জীবনের স্পন্দন পরিদৃশ্যমান।

دردل مسلم مقامے مصطفے است
آبروئے ما ز نام مصطفے است

মুসলমানের অন্তর লোকে মোস্তফার (দঃ) জন্য মওজুদ রয়েছে এক বিশিষ্ট স্থান,
আমাদের আজ মোস্তফার (দঃ) নামেই আজও বিদ্যমান।

মোহাম্মদ মোস্তফার (দঃ) রেসালতের গুরুত্ব ইকবাল যেভাবে উপলব্ধি ক'রেছেন এবং মুসলমানদিগকে তাঁর অপরিসীম গুরুত্বের তাৎপর্য বুঝাবার জন্য যে সাধ্য

লাগলেন, কি সে তেজ,—যে তেজোঃপ্রভাবে এক-জন বিধবা মহিলা বাগদাদের মহামান্য খলিফাকে তৃণবৎ জ্ঞান করতঃ প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে পরলোকের ভয় দেখাতে পারে? কি সে তেজ—যে তেজে তেজীয়ান হয়ে একজন সহায় সম্বলহীনা নারী স্বয়ং শাহজাদাকে প্রকাশ্য দরবারে তিরস্কার করতে সাহসী হয়। খলিফা এমনিতর ভাবনায় বিভোর—এমন সময় কে যেন বলে উঠল, "সে তেজ সামান্য তেজ নয়, সে সতীত্বের তেজ।"

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সাধনা করেছেন তা চিন্তা করলে মুগ্ধ বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। রসূলের (দঃ) প্রতি অকৃত্রিম মহব্বত এবং ঐকান্তিক অনুরাগের পরিচয় তাঁর সংশ্লিষ্ট অসংখ্য কবিতা-ছত্রে অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমরা নিম্নে রমুযে বেখুদী থেকে তাঁর কবিতার মাত্র কয়েক পংক্তি উধৃত ক'রে আজকের মত ক্ষান্ত হচ্ছি।

আল্লাহ তা'লা আমাদের দেহ যখন সৃষ্টি করলেন, তখন রেসালতের মধ্যস্থতায় সেই দেহে আত্মা ফুঁকে দিলেন।

از رسالت صدهزار ما یك است
جزو ماز جزو ما لاینفك است

"রেসালতের মাধ্যমেই আমাদের লক্ষ ব্যক্তি একক ব্যক্তিত্বে পরিণত হ'ল আর এক অংশ অন্য অংশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে সংযোজিত হ'ল।"

ما ز حکم نسبت او ملتیم - اهل عالم را پیام رحمتیم

"আমরা তাঁরই সম্পর্কে এক মিল্লতের যোগসূত্রে গ্রথিত এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমতের পয়গাম বাহকে পরিণত।"

"যদি তুমি আমার কথার তাৎপর্য উপলব্ধির চেষ্টা করো, আর (মাকামে রসূলকে) আবুবকর সিদ্দীকের চক্ষু দিয়ে দেখো, তা'হলে (দেখতে পাবে) আমাদের নবীই আমাদের হৃদয় ও বক্ষের শক্তি আর আমাদের জন্য তিনি অধিকতর প্রিয়।

অতঃপর কবি ইকবাল কোরআন ও হাদীসের সহিত মুসলমানদের সম্পর্ক কি এবং তাঁদের শক্তি ও জীবন আল্লাহর কোরআন ও রসূলুল্লাহর হাদীসের উপর কিরূপ নির্ভরশীল তা তাঁর অনুপম ভাষণ প্রকাশ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন:

قلب مومن را کتابش قوت است
حکمتش حبل الورید ملت است
دامنش از دست دادن مردن است
چون گل ازباد خزان افسردن است
زندگی قوم ازدم او یافت است
این سحر از آفتابش تافت است
فرد از حق' ملت ازوے زنده است
از شعاع مهر او تا بنده است

"আল্লাহর গ্রন্থ কোরআন মু'মেন অন্তরের শক্তি, আর রসূলের হেকমত (হাদীস) মিল্লতের জীবন-রগ।

হস্ত থেকে তাঁর 'দামান' ছেড়ে দেওয়ার অর্থ মৃত্যুকে বরণ করা, আর গাছ থেকে ফুল ঝরে পড়া।

তাঁর ফুৎকার থেকেই জাতি তার জিন্দেগী লাভ করেছে, আর এই প্রভাত তাঁরই সূর্যালোকে দীপ্তি প্রাপ্ত হয়েছে।

ব্যক্তির সম্পর্ক হক বারি তা'লার সহিত; কিন্তু রসূলের সংযোগেই মিল্লত জিন্দা হয়ে উঠে। আর তাঁরই সূর্যের আলোক-রশ্মিতে মিল্লত রওশনদীপ্ত হ'য়ে উঠে।

ইকবাল অন্য সমস্ত জীবন ব্যবস্থার উপর ইসলামের সর্বজয়ী এবং কালের সমস্ত স্রোত ধারার উপর কালজয়ী, চিরঞ্জীব ও শাশ্বত জীবন ব্যবস্থার মহিমা কীর্তন ক'রে মুসলমানদিগকে সেই মহিমান্বিত রসূলের সনিষ্ঠ অনুসরণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন,

حق تعالی نقش هردعوی شکست
تا ابد اسلام راشیرازه بست
دل زغیر الله مسلمان برکند
نعره لاقوم بعدی می زند

"আল্লাহ তা'লা—সমুদয় বাতেল জীবন পদ্ধতিকে ভেঙ্গে মিসমার ক'রে দিলেন। আর রেসালতের (মোহাম্মদীয়া) সঙ্গে ইসলামের যোগসূত্র স্থাপন ক'রে দিলেন। মুসলমান তো 'গায়রুল্লাহ' থেকে তাদের অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে দেয় আর এই ধ্বনি উচ্চারণ করে যে, আমাদের পরে আর কোন জাতি নেই"। তাই মুসলমানদের প্রতি সত্য সাধক ইকবালের সুস্পষ্ট উপদেশ এই:

غنچه از شاخسار مصطفے
گل شو از باد بهار مصطفے
از بهارش رنگ وبو باید گرفت
بهره از خلق او باید گرفت

তুমি মোস্তাফা বৃক্ষ-শাখার একটি গুচ্ছ ভিন্ন আর কিছু নও, সুতরাং মোস্তফার বসন্ত বাগিচার একটি ফুলরূপে তুমি নিজেকে প্রকাশিত ক'রো; তাঁরই বসন্ত থেকে তোমার রং ও গন্ধ অর্জন করতে হবে, আর তাঁরই মহৎ চরিত্র থেকে তোমার চরিত্র গঠনের উপাদান সংগ্রহ করতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

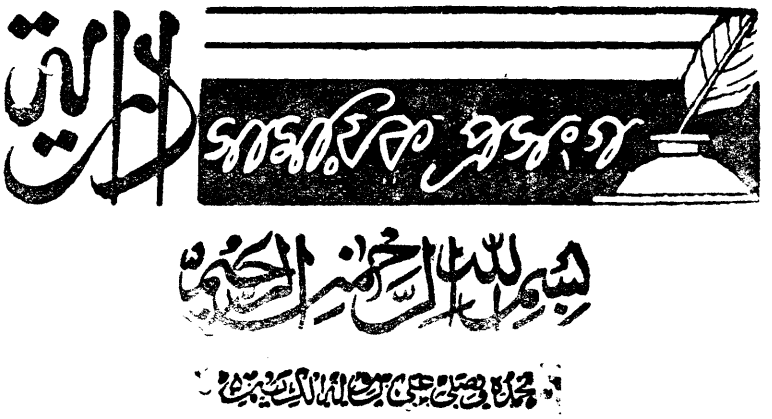

Contents

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলাম ও বহু বিবাহ

গত ২রা মার্চ পাকিস্তান সরকার ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন,, (Muslim family law) নামে একটী অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তানের আইন উজির জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহীম একটী বিবৃতিও দান করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আইন উজির সাহেব বলিয়াছেন যে, কুরআনের আইন মোতাবেক মুসলিম মহিলাদের অধিকার সংরক্ষণই এই অর্ডিন্যান্সের উদ্দেশ্য।

বিগত মার্চের ২রা তারিখে উক্ত আইনটী বিঘোষিত হইলেও উহা সংগে সংগে কার্যকরী করা হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহা স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, "কেন্দ্রীয় সরকারের পরবর্তী কোন সরকারী গেজেটের নোটিশে ইহাকে কার্যকরী করার তারিখ ঘোষণা করা হইবে।

উল্লিখিত অর্ডিন্যান্সটীতে যে সব জরুরী ধারা ও উপধারা সন্নিবেশিত হইয়াছে তন্মধ্যে (১) নাতির উত্তরাধিকার সমস্যা, (২) বাধ্যতামূলক বিবাহ রেজিষ্ট্রী, (৩) একাধিক বিবাহ, (৪) তালাক সমস্যা, (৫) নারীর বিবাহ যোগ্য বয়স ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত অর্ডিন্যান্সটীর ধারা ও উপধারা সমূহ কুরআন ও হাদিসের দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে সে সম্বন্ধে মতামত দেওয়ার অধিকার কুরআন ও হাদিস শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমগণেরই আছে। তবে একাধিক বিবাহ নিয়ন্ত্রিত করিবার যে সঙ্কীর্ণ অর্ডিন্যান্সটীতে গ্রহণ করা হইয়াছে, কুরআনের একাধিক বিবাহ সম্বন্ধীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তাহার কিছুটা মিল রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অবাধে বিনা কারণে শুধুমাত্র কামলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য একাধিক বিবাহ করিবার যে বদঅভ্যাস রহিয়াছে ইসলাম তাহা কখনই অনুমোদন করে না। এই সব লোকেরা বহুপত্নী গ্রহণ করতঃ দেশের শত-শত নিরপরাধ ও অবলা নারীকে মানসিক যাতনা ও দৈহিক ক্লেশের ষ্টীম রোলারে পিষিয়া যে ভাবে তিলে তিলে নিষ্পেষিত করিতেছে তাহাকে ইসলামী আইনের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই বলা যাইতে পারেনা।

ইসলামে একাধিক বিবাহ করিবার অনুমতি আছে ইহা সত্য। কিন্তু এক বিবাহ হইল ইসলামের আদর্শ; আর একাধিক বিবাহ হইতেছে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। সম্পূর্ণ কুরআনে কেবলমাত্র একটী আয়াত হইতে একাধিক বিবাহ করিবার অনুমতি পাওয়া যায়। আয়াতটী হইল এই:—وان خفتم الا تقسطوا في اليتمى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع' فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم' ذالك ادنى ان لاتعولوا ـ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থাৎ য়াতীমদের প্রতি সুবিচার করিতে পারিবেনা—এইরূপ আশঙ্কা যদি তোমাদের হয় তবে নিজেদের পছন্দমত অন্য নারীদের মধ্য হইতে বিবাহ করিতে পার—দুইজন অথবা তিনজন, অথবা চারিজন। কিন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, (একাধিক স্ত্রীর মধ্যে), সুবিচার করিতে পারিবে না, তাহা হইলে বিবাহ করিবে **মাত্র একজনকে**, অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্তের অধিকার ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে যাহারা, (দেখ) এই ব্যবস্থার মধ্যে তোমাদের অবিচারে লিপ্ত না হইবার সম্ভাবনাই অধিক। (সুরা নিসা, ৩য় আয়াত)।

এই আয়াতটীর প্রতি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে যে, এই আয়তে একাধিক বিবাহ করিবার **আদেশ দেওয়া হয় নাই, অনুমতি দেওয়া হইয়াছে মাত্র**। এই অনুমতিও আবার বিনাশর্তে দেওয়া হয় নাই। বরং অনুমতির সাথে সাথে একটী কঠোর শর্তও আরোপ করা হইয়াছে। অর্থাৎ যদি কেহ তাহার একাধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করিতে সমর্থ হয় তবেই সে একাধিক বিবাহ করিতে পারিবে। আর যদি তাহার আশঙ্কা হয় যে, সে স্ত্রীদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ হইতে পারিবে না, তবে তাহাকে স্পষ্ট ভাষায় এক বিবি লইয়াই ক্ষান্ত থাকিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এখনে ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, এক বিবাহ কুরআনের মূল আদেশ আর বহু বিবাহ কুরআনের অনুমোদন প্রাপ্ত। তাহাও আবার শর্ত সাপেক্ষে। অতএব যে সব মুসলমান কুরআনের এই অনুমোদনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া যদৃচ্ছ বহু বিবাহ করিয়া থাকে অথচ স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেনা তাহারা পাপী ও শক্ত গোনাহগার। কারণ ন্যায়পরায়ণ হইতে না পারিলে এক স্ত্রী বিবাহ করার কুরআনে যে স্পষ্ট আদেশ রহিয়াছে তাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। অতএব যে সব বহু পত্নীকের খপ্পরে পড়িয়া অবলা নারীরা উপেক্ষিতার দুর্বিসহ জীবন যাপন করিতেছে তাহাদেরকে মুহূর্তের জন্য আল্লাহর এই নির্দেশ: فان خفتم الا تعدلوا فواحدة অর্থাৎ একাধিক স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করিতে পারিবে না বলিয়া আশঙ্কা করিলে মাত্র এক বিবাহ করিও এর প্রতি দৃষ্টি পাত করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

এখানে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, একাধিক বিবাহ সম্বন্ধে ইসলামে যখন এত কড়াকড়ি তখন আল্লাহ তাআলা উহাকে স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ করিয়া দিলেই ত' পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া উহাতে ক্ষীণ অনুমোদন জানাইলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম। দেশ-কাল পাত্র নির্বিশেষে ইহার আইন কানুনগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য, তাই অবস্থা বিশেষে ইহাকে একাধিক বিবাহের অনুমোদন জানাইতে হইয়াছে। অবস্থা বিশেষে এবং শর্ত সাপেক্ষেও বহু বিবাহের অনুমোদন না জানাইলে, ইসলাম অদ্যাবধি প্রত্যেক চিন্তাশীল ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকট হইতে الفطرة دين বা প্রাকৃতিক ধর্ম হিসাবে যে সম্মান পাইয়া আসিতেছে, তাহা পাইত না।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, যে আয়াতটীতে একাধিক বিবাহের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে তাহা লোকক্ষয়কর ওহোদ যুদ্ধের পর অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে মদিনার যুদ্ধক্ষম লোকেরা প্রায় সবাই যোগদান করিয়াছিলেন। তাহাদের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল মোট সাতশত জন মাত্র। তাহাদের মধ্যে শহীদ হইয়াছিলেন সত্তর জন। অর্থাৎ মুসলিম মদিনার পুরুষ শক্তির শতকরা দশভাগ এই যুদ্ধে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আহত ও অকর্মণ্যদের সংখ্যা অধিকন্তু। কাজেই এই যুদ্ধের ফলে স্থানীয় মুসলিম পরিবার গুলিতে একই দিনে বিধবা ও য়াতীমের সংখ্যা যে কি পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ওহোদ যুদ্ধের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় প্রধানতঃ তাহারই প্রতিকারের জন্য এই আয়াতে বহু বিবাহ বিধির অনুমতি দান করা হইয়াছিল।

কিন্তু ওহোদ যুদ্ধই ত' পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ নয়। ভবিষ্যতে অনুরূপ আরও যুদ্ধ হইতে পারে এবং সেই যুদ্ধের ফলে ওহোদ যুদ্ধের ফলাফলের চেয়েও অধিকতর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে। তাই সেইসব পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য বিশ্ব-জনীন ও সার্ব-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জনীন ইসলাম-ধর্মে তার একটা ব্যবস্থা থাকা একান্ত অপরিহার্য।

বিগত প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের যুদ্ধ লিপ্ত দেশসমূহে বিবাহযোগ্য পুরুষ অপেক্ষা বিবাহযোগ্য নারীর সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যায়। অথচ সেখানে এক পুরুষের পক্ষে একাধিক পত্নী গ্রহণ নিষিদ্ধ। তাই ইউরোপের লক্ষ লক্ষ নারী অবিবাহিত জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। কিন্তু প্রকৃতিকে ত আর কেহ উপেক্ষা করিতে পারেনা। তাই সমগ্র খৃষ্টান ইউরোপে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ব্যভিচারের বন্যা বাহিয়া যায়। গর্ভ নিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যাহারা গর্ভবতী হইল তাহাদেরকে "অবিবাহিতা মাতা" (unmarried mother) এবং তাহাদের সন্তানদেরকে "যুদ্ধ-সন্তান" (war babies) নামে অভিহিত করা হইল। ১৯১৪ সালে একমাত্র ইংল্যাণ্ডে মোট জাত ৮৭৯৯৭৬টি শিশুর মধ্যে ৩৭৩২৯ জন এবং ১৯১৯ সালে ৬৯২৪৩৮ জন শিশুর মধ্যে মোট ৪১৮৭৬ জন শিশু ছিল জারজ। অর্থাৎ ১৯১৪ সালে ভূমিষ্ট শিশুদের মধ্যে শতকরা ৪ জন এবং ১৯১৯ সালে ভূমিষ্ট শিশুদের মধ্যে শত করা ৬ জন ছিল জারজ। ইসলাম কেন অবস্থাতেই এইরূপ ভীষণ দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে পারেনা বলিয়াই তাহাকে অবস্থা বিশেষে একাধিক বিবাহের অনুমতি দান করিতে হইয়াছে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এহেন ভয়ানক পরিস্থিতির মোকাবেলা করিবার জন্য ইসলাম যে অনুমতি দান করিয়াছিল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের সমাজের কতকগুলি লোক নিজেদের কাম লালসা চরিতার্থ করিবার জন্য অবাধে দুই, তিন এমন কি চারিটী বিবাহ করিয়া চলিয়াছেন। আরও মজার কথা এই যে, একাধিক বিবাহকে তাহারা স্বত্ব বলিয়া ঢাক ঢোল পিটতেও কসুর করেন না। তাঁহারা মুহূর্তের জন্যও ইহা চিন্তা করিয়া দেখেন না যে, একাধিক বিবাহ করিয়া স্ত্রীদের মধ্যে আদল ও ইনসাফ করিতে না পারিলে তাঁহাদিগকে আল্লাহর স্পষ্ট নির্দেশ "তবে মাত্র এক বিবাহ করিও" এর বরখেলাফ করার জন্য আল্লাহর রোষানলে পতিত হইতে হইবে।

এখানে আর একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন আছে। তাহা হইল এই যে, মুসলিম পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স দ্বারা বহু বিবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই, নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে মাত্র। বন্ধ করা আর নিয়ন্ত্রিত করা যে এক কথা নহে তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করিনা।

আমাদের জাতীয় তমদ্দুনের ভবিষ্যত

সম্প্রতি স্থানীয় একটি ইংরেজী দৈনিকে আমাদের বর্তমান তামাদ্দুনিক ভাবধারা সম্বন্ধীয় একটি অভিনব সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে। সংবাদটিতে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি ঢাকা ক্লাবের কর্মকর্তাগণ একটি ঈদ-রি-ইউনিয়নের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি হয় একটি বলড্যান্সের মাধ্যমে। আরও মজার কথা এই যে, উল্লিখিত দৈনিকটি এই খবর পরিবেশন করিয়া উহার সহিত উক্ত বলড্যান্সের একটি আলোকচিত্রও প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ যেভাবে উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে তাহাতে বলড্যান্স কেন ইহার চেয়ে কদর্য প্রথারও যে আমদানী হইতে পারে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু একটী কারণে উল্লিখিত ব্যাপারটী আমাদের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইতেছে। ব্যাপারটী হইল যে, ঈদ-রি-ইউনিয়ন বলিয়া যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়া থাকে তাহা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের একটী পবিত্র অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করিয়াই করা হয়। অতএব ঈদের পবিত্রতার ন্যায় এই অনুষ্ঠানটীও পবিত্র—পবিত্র হওয়া উচিত। এহেন পবিত্র অনুষ্ঠানের সাথে মদ্যপান, ব্যভিচার বা বলড্যান্সের সংমিশ্রণ ঘটাইয়া ইসলামের পবিত্রতার উপরে হামলা চালানো কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই। ইসলামী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অনুষ্ঠানের পবিত্রতার প্রতি এ ধরনের হামলা আর কেহ কোন দিন চালাইতে সাহসী হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ঈদ-রি-ইউনিয়নে মদ্যপান বা বলড্যান্সের ব্যবস্থা করা ইসলামী আচার অনুষ্ঠানের পবিত্রতার সহিত উপহাস করারই নামান্তর মাত্র।

যাঁহারা ইসলামের বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে চাহেন না, তাঁহারা নিজের খুশী খেয়ালমত যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন। কিন্তু ইসলামের নাম ভাংগাইয়া ইসলামী অনুষ্ঠানে তাহারই শিক্ষা বিরোধী আচার অনুষ্ঠানের প্রচারণা করিবেন ইহা সত্যই লজ্জাস্কর ও দুঃখজনক ব্যাপার।

ইসলাম একটি পূর্ণ জীবনাদর্শ। ইহার নিজস্ব বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র রহিয়াছে। অতএব আমরা যাহাই করি না কেন, আমাদের সব সময় এই খেয়াল রাখা উচিত যে, আমাদের বৈশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র যেন কোন ক্রমেই ক্ষুন্ন না হয়। যে জাতি ভাবাবেগের বশবর্তী হইয়া অপরের অন্ধ অনুকরণে গা ভাসাইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট ভুলিয়া যায় সে জাতির মৃত্যু আসন্ন। জাতি হিসাবে দুনিয়ার পৃষ্ঠে বাঁচিয়া থাকিবার তাহার কোন অধিকার নাই। অন্ধ অনুকরণের মোহ ত্যাগ করিয়া আমাদের বর্তমান তমদ্দুনের হোতারা যদি আমাদের উপরোক্ত কথা কয়টি ভাবিয়া দেখিতেন তবেই হয়ত জাতীকে বৈদেশিক তমদ্দুনের গোলামী হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইত।

www.ahlehadeethbd.org